Bangladesh Journal of Political Economy

© 2016 Bangladesh Journal of Political Economy
Vol. 31, No. 4, June 2016, pp. 485-512
Bangladesh Economic Association
(ISSN 2227-3182)

ভোগ তত্ত্বের উপর অভিজ্ঞতালব্ধ অর্থমিতিক বিশ্লেষণ

মো: জহিরুল ইসলাম সিকদার *

সারকথা: *সামষ্টিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য অধ্যয়ন হচ্ছে ভোগ সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহ। এ প্রবন্ধে ভোগ ব্যয় সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহের মূল বক্তব্য প্রেক্ষিত গবেষণামূলক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্দ অর্থমিতিক বিশ্লেষণের ধারাবাহিক আলোচনা করা হয়েছে। মূলতঃ প্রায় ভোগ তত্ত্বেই স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কালিনসারি তথ্য নিয়ে অর্থমিতিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এরূপ ধারণা প্রেক্ষিত তত্ত্বসমূহের উপর বাস্তব গবেষণার তুলনামূলক চিত্র অঙ্কনপূর্বক মূল্যায়ন করা হয়েছে। তত্ত্বসমূহের উন্নয়নে গবেষণা প্রেক্ষিত সুপারিশ রয়েছে।*

১. ভূমিকা

অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির অধীনে ভোগ তত্ত্ব অধ্যয়ন পাঠ্য তালিকার গুরুত্বপূর্ণ দিক। ভোগ সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ে সবারই ধারণা থাকার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে শুরুতে তাত্ত্বিক বক্তব্য প্রদান করে প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করেন জন মেনার্ড কেইনস। কেইনসকে অসংখ্য অর্থনীতিবিদ সমালোচনা করে তার বক্তব্য উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে প্রায় সবাই ব্যর্থ হয়। জেমস্ ডুসেনবেরী একটু ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত নামে তত্ত্ব প্রদান করে বেশ আলোচিত হয়। তার গবেষণাতেও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে অনেকের নজরে আসে। এরপর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য এগিয়ে আসেন মিল্টন ফ্রিডম্যান। ফ্রিডম্যান তার স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্তে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে কতটুকু সমন্বয় সাধন করতে পেরেছে তার উপর গবেষণামূলক অনেক বক্তব্য উপস্থাপনের পর অনেকটা কৃতিত্বের দাবিদার হয়। ইহার পর স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে বক্তব্য প্রদান করেন ফ্রাঙ্ক মডিগ্লিয়ানী এবং তিনি সফল হয়েছেন। বিভিন্ন গবেষক কর্তৃক অসংখ্যবার প্রশংসিত হয়েছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দীর্ঘমেয়াদি কালিন সারির প্রেক্ষিতে ইকনোমেট্রিক্স বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সময় মেয়াদে একটি সুন্দর কার্যকরন সম্পর্ক (causal relationship) রয়েছে। এজন্য মডিগ্লিয়ানী তার জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত উপস্থাপন ও গবেষণা কাজের জন্য ১৯৮৫ সালে অর্থনীতি বিষয়ে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়।

পদ্ধতিগত দিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সামষ্টিক অর্থনীতি অধ্যয়নে ভোগ সম্পর্কিত তত্ত্বসমূহের আলোচনা ও মৌলিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা

* প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, ঢাকা সিটি ইন্টারন্যাশনাল কলেজ

হয়েছে। বাস্তবে প্রতিটি মানুষের ভোগ্য জীবন কি ধারায় অতিবাহিত করতে হয়। সে সম্পর্কে কমবেশি ধারণা থাকার প্রয়োজনীয়তার দিক উল্লেখপূর্বক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির জগতে এই ভোগ সম্পর্কে অনেকগুলো উপসিদ্ধান্তের সূচনা, আলোচনা, গবেষণা হয়েছে। ভোগ তত্ত্ব সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রেখেছেন জন মেনার্ড কেইনস, জেমস ডুসেনবেরী, মিল্টন ফ্রিডম্যান, এনড্রো-মডিগিয়ানী প্রমুখ। এসব তত্ত্বের উপর পর্যাপ্ত আলোচনা, সমালোচনা, গবেষণামূলক বিতর্ক করেছেন অসংখ্য অর্থনীতিবিদ। প্রবন্ধে এসব বিষয় পর্যায়ক্রমে আলোচনা সমালোচনা, গবেষণা প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সময় মেয়াদি তথ্য ভিত্তিক বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। এ প্রবন্ধে এসব তত্ত্বের পর্যালোচনা ও গবেষণামূলক বাস্তব অভিজ্ঞতা উল্লেখপূর্বক মূল্যায়ন করা হয়েছে।

নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করা হয়েছে।

১. প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ভোগ তত্ত্বের বা উপসিদ্ধান্তের গবেষণষামূলক ধারাবাহিক ধারণা প্রদান করা।

২. তত্ত্বসমূহের মূলবক্তব্য সম্পর্কে পর্যালোচনাপূর্বক গবেষণার মৌলিকদিক উপস্থাপন।

৩. তত্ত্বসমূহের বাস্তব অর্থমিতিক গবেষণামূলক ফলাফল সম্পর্কে তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন এবং মূল্যায়ন ও সুপারিশ।

২. তত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং গবেষণা প্রেক্ষিত মূল্যায়ন (Analysis of Theories and Critical Evaluation on Research)

এ প্রবন্ধে ভোগ ব্যয় সম্পর্কিত মূলত: চারটি তত্ত্ব মূল বক্তব্যসহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। এসব উপসিদ্ধান্তের বিষয়ে অসংখ্য অর্থনীতিবিদ আলোচনা, সমালোচনা করেন। সমালোচনার উপর ভিত্তি করে উপসিদ্ধান্তসমূহের উন্নয়নে সুপারিশ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে। নিচে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধের লক্ষ্য উদ্দেশ্যভিত্তিক বক্তব্য আলোচনা করা হলো।

২.১ কেইনস-এর পরম আয় উপসিদ্ধান্ত (Absolute Income Hypothesis of Keynes)

১৯৩৬ সালে কেইনস তাঁর "General Theory of Employment, Interest and Money" পুস্তকে আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন তাই কেইনস-এর পরম আয় উপসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। ভোক্তা তার পরম আয়ের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয় চলতি আয়ের কত অংশ সে ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। পরম আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যকার সম্পর্ক কেইনস-এর মনস্তাত্ত্বিক বিধির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। ভোগ ব্যয় পরম আয়ের উপর নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে কেইনস পরম অর্থে ভোগ অপেক্ষক বলে। এ অপেক্ষকে বলা যায় যে, পরম আয় অর্থাৎ চলতি ব্যয়িতব্য আয় বাড়লে ভোগ ব্যয় বাড়ে তবে ভোগ বৃদ্ধির পরিমাণ আয় বৃদ্ধির পরিমাণ থেকে কম হয় এবং গড় ভোগ প্রবণতা (C/Y) হ্রাস পায়। গড় ভোগ প্রবণতার পরিবর্তন হেতু এই ভোগ অপেক্ষককে অসমানুপাতিক বলে চিহ্নিত করা যায়।

কেইনস তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে কতকগুলো বিষয়ের কথা উল্লেখ করেন। এসব বিষয়গুলোকে কেইনস-এর ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কিত মনস্তাত্ত্বিক বিধি হিসেবে অভিহিত করা হয়।

১. ভোগ ব্যয় চলতি ব্যয়িতব্য আয় স্তরের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ ভোগ ব্যয় আয় স্তরের একটি স্থিতিশীল অপেক্ষক।

২. আয় বাড়লে ভোগ ব্যয় বাড়ে। তবে আয় যে হারে বাড়ে ভোগ ব্যয় তার চেয়ে কম হারে বাড়ে। অর্থাৎ MPC ক্রমহ্রাসমান।

৩. কেইনস মনে করেন স্বল্পকালে APC > MPC হয়। এখানে আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে APC ও MPC উভয়েই হ্রাস পাবে তবে APC > MPC হয় এবং APS বৃদ্ধি পায়।

৪. কেইনস-এর মতে, আয় বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হ্রাস পাবে। এজন্য ভোগ রেখা ডান দিকে ধীমান উর্ধ্বগামী হয়। কিন্তু APS ও MPS বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এ ব্যাপারে কেইনস নিশ্চিত করে কিছু বলেন নি।

৫. সবশেষে কেইনস তাঁর আলোচনায় আয়কে ভোগ ব্যয়ের প্রধান নির্ধারক হিসেবে বিবেচনা করেন। তবে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সুদের হার ভোগ ব্যয়কে প্রভাবিত করতে পারে, তা তিনি স্বীকার করেন।

পরম আয় উপসিদ্ধান্তের স্বল্পমেয়াদি তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন

অধ্যাপক কেইনস স্বল্পমেয়াদে ভোগ এবং আয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। তার এ প্রদত্ত সম্পর্কগুলো বাস্তবসম্মত কিনা এ নিয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ সময় ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন : যেমন, (১) পারিবারিক বাজেট ভিত্তিক গবেষণা বা cross section data based evaluation এবং (২) সময় ভিত্তিক পর্যালোচনা বা time series analysis।

ক. পারিবারিক বাজেট (ক্রস সেকশন তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ন) : ১৯৩৫ সালে Alley এবং Bowlen, ১৯৩৮ সালে Gilboy, ১৯৪৭ সালে Bradly এবং ফ্রিডম্যান, ১৯৫৭ সালে Houthakker পারিবারিক বাজেটের ভিত্তিতে কেইনস-এর পরম আয় উপসিদ্ধান্তের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। তাছাড়া ১৯৫০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শহর এলাকার ১২,৫০০টি পরিবারের বাজেটের ভিত্তিতে "Wharton School of Finance and Commerce" যে গবেষণা করেন তা উল্লেখযোগ্য। Wharton School এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদের পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় পারিবারিক আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা প্রায় কেইনসের কথিত সম্পর্কের মত। আয় বৃদ্ধির সাথে গড় ভোগ প্রবণতা হ্রাস পায়। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাও একের চেয়ে কম (০.৬ থেকে ০.৮ এর মধ্যে)।

পারিবারিক বাজেট কোনো নির্দিষ্ট সময়ের তথ্য প্রকাশ করে। এজন্য অনেক অর্থনীতিবিদ সময় ভিত্তিক তথ্যের আলোকে কেইনসীয় উপসিদ্ধান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন Paridiso, Bennion, Woytinsky, Smithies এবং Mosak; তাদের গবেষণা কেইনস-এর বক্তব্য সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৪-১৯৪০ সময়ের তথ্য নিয়ে গড়ংধশ যে ভোগ অপেক্ষক বের করেন তা ছিল নিম্নোক্ত ধরনের :

$$C = C_0 + C_1 Y_d$$

যেখানে $\frac{dC}{dY_D} = C_1 = MPC$ এবং $\frac{C}{Y_d} = \frac{C_0}{Y_d} + C_1 = APC$; এর অর্থ APC > MPC এর ব্যয়িতব্য আয় Yd বৃদ্ধির সাথে APC হ্রাস পায়। কারণ Y_d যখন বৃদ্ধি পায় তখন $C_0/Y_d + C_1$ হ্রাস পাবে। Y_d যখন অসীমের নিকটবর্তী হয় তখন $C_0/Y_d + C_1$ হবে C_1 এর সন্নিকটবর্তী।

যুক্তরাষ্ট্রের ১৯২৩-১৯৪০ সময়ের তথ্যের ভিত্তিতে Smithies যে ভোগ অপেক্ষক পরিমাপ করেন, তাও কেইনস-এর উপসিদ্ধান্ত সমর্থন করে। তবে তিনি ভোগ অপেক্ষক পরিমাপের সময় মাথাপিছু ভোগ ব্যয়ের সাথে মাথাপিছু ব্যয়িতব্য আয়ের সম্পর্ক দেখান। তিনি এক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় ছাড়া সময়কে একটি চলক হিসেবে বিবেচনা করেন।

পরম আয় উপসিদ্ধান্তের কেইনসীয় বক্তব্য পরীক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন সময়ে বাজেট স্টাডি করা হয়।

এসব স্টাডিতে পরম ব্যয়িতব্য আয় বৃদ্ধি পেলে গড় ভোগ প্রবণতা হ্রাস পায় কিনা তা মূলত পরীক্ষা করা হয়। ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত ১৯৭২-১৯৭৩ সময়ের একটি সার্ভে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত থেকে আয় এবং ভোগ ব্যয়ের মধ্যে অ-আনুপাতিক সম্পর্ক পাওয়া যায়।

আবার যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম বিভাগ ১৯৬০-১৯৬১ সালে দেশের জনগণকে বিভিন্ন আয় শ্রেণিতে ভাগ করে গড় ব্যয়িতব্য আয় এবং ভোগ ব্যয়ের ভিত্তিতে গড় ভোগ প্রবণতা পরিমাপ করে। এরূপ ক্রস সেকশন তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো।

টেবিল-১ : স্বল্পমেয়াদি টাইম সিরিজ তথ্য

আয় শ্রেণি	ব্যয়িতব্য আয়	ভোগ ব্যয়	গড় ভোগ প্রবণতা
0-1000	535	1,276	2·38
1000-1999	1,521	1,781	1·17
2000-2999	2,507	2,670	1·05
3000-3999	3,515	3,636	1·03
4000-4999	4,504	4,428	0·98
5000-5999	5,491	5,172	0·94
6000-6999	6,707	6,125	0·91
7500-9999	8,554	7,416	0·87
10000-14999	11,723	9,521	0·81
15000 এবং তদূর্ধ্ব	21,926	14,208	0·65
গড়	5,557	5,047	0·908

উৎস : *Consumer Expenditures and Income, Total United State, Urban and Rural, 1960-61, Bureau of Labor Statistics, Report No. 237-93, February, 1965.*

ক্রয় সেকশন থেকে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের 1960-61 সালে সমস্ত পরিবারের গড় ভোগ প্রবণতা ০.৯০৮ ছিল। কিন্তু এ অনুপাত আয়-শ্রেণিভেদে বিভিন্ন পরিবারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু আয় অপেক্ষা কম অনুপাতে। এরূপ ক্রস সেকশন তথ্য তাই ব্যয়িতব্য আয় এবং ভোগ ব্যয়ের মধ্যে অ-আনুপাতিক সম্পর্ক প্রকাশ করে। আবার যেসব পরিবারের আয় 4000 টাকার নিচে তাদের বেলায় অচঈ এক অপেক্ষা বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে কেইনস-এর বক্তব্য স্বল্প আয় স্তরে APC>1 হতে পারে তা প্রমাণিত হয়।

স্বল্পমেয়াদি টাইম সিরিজ তথ্য : ১৯২৯-৩৩ সময়ে অর্থনৈতিক মন্দাকালীন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনশীল কার্যক্রম অত্যন্ত হ্রাস পায়। আবার ১৯৩৩ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ববর্তী সময়ে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার দ্রুত গতিতে অগ্রসর হয়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে ব্যয়িতব্য আয় এবং ভোগ সম্পর্কিত যে তথ্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ :

টেবিল-২ : যুক্তরাষ্ট্রের ভোগ এবং ব্যয়িতব্য আয় সম্পর্কিত তথ্য : ১৯২৯-১৯৪১
(১৯৫৮ এর বিলিয়ন ডলার অংকে)

বছর	ভোগ ব্যয়	ব্যয়িতব্য আয়	গড় ভোগ প্রবণতা
1929	139·6	150·6	0·926
1930	130·4	139·0	0·938
1931	126·1	133·7	0·943
1932	114·8	115·1	0·997
1933	112·8	112·2	1·005
1934	118·1	120·4	0·981
1935	125·5	131·8	0·951
1936	138·4	148·4	0·933
1937	143·1	153·1	0·935
1938	140·2	143·6	0·976
1939	148·2	155·9	0·951
1940	155·7	166·3	0·936
1941	165·4	190·3	0·870

উৎস : *U. S Department of Commerce : The National Income and Production Accounts of the United States, 1929-1965 (Washington, DC, 1966)*

টেবিল থেকে দেখা যায় প্রকৃত ব্যয়িতব্য আয় ১৯২৯ সময়ে ১৫০.৬ বিলিয়ন ডলার ছিল। এ থেকে এটি ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ১৯৩৩ সালে ১১২.২ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছে। এ সময়ে অর্থনীতিতে চরম মন্দা ছিল। এরপর ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত দ্রুত পুনরুদ্ধার চলার পর ১৯৩৮ সালে আবার ব্যয়িতব্য আয় কমে যায়। তারপর আবার ১৯৪১ সাল পর্যন্ত তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

কেইনসীয় পরম আয় উপসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯২৯-৩৩ সময়কালে APC এর মান বৃদ্ধি পাবার কথা। টেবিলের তথ্য তাই প্রমাণ করে। যেমন– এ সময়ে ভোগ ব্যয় ১৩৯.৬ বিলিয়ন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে ১১২.৮ বিলিয়ন ডলারে উপনীত হয় এবং গড় ভোগ প্রবণতা ০.৯২৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.০০৫ হয়। শেষোক্ত তথ্য থেকে বুঝা যায় বিবেচনাধীন পরিবারবর্গের ভোগ ব্যয় ঐ সময়ে তাদের ব্যয়িতব্য আয় অতিক্রম করে। এর অর্থ ১৯৩৩ সালে পরিবারবর্গের সঞ্চয় ঋণাত্মক ছিল।

অন্যদিকে ১৯৩৩-৩৭ এ সময়ে ব্যয়িতব্য আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। কেইনসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী এ সময় তাই গড় ভোগ প্রবণতা হ্রাস পাবার কথা। তাই টেবিল থেকে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রের ঐ সময়ের তথ্য কেইনসীয় বক্তব্য পুরাপুরি সমর্থন করে। পক্ষান্তরে ১৯৩৮-৪১ এ সময়ের জন্যও ব্যয়িতব্য আয় বৃদ্ধির সাথে ভোগ ব্যয় বেড়েছে। পাশাপাশি APC ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে।

অধ্যাপক F. H. Leonard উপরিউক্ত তথ্যের সাহায্যে যে ভোগ অপেক্ষক পরিমাপ করেন তা হচ্ছে,

$$C = 31.4 + 0.73Yd \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

যেখানে, Y_d = ব্যয়িতব্য আয়; C = মোট ভোগ ব্যয়। এ পরিমাপকৃত ভোগ অপেক্ষকের সাহায্যে তিনি প্রকৃত এবং পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য খুজে পান নি।

পরম আয় উপসিদ্ধান্ত ও দীর্ঘমেয়াদি তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ

কেইনস-এর পরম আয় উপসিদ্ধান্তের বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য দীর্ঘমেয়াদি তথ্য নিয়ে দেখা যায় যে,

কিছু বক্তব্য সমর্থন করে। আবার কিছু বক্তব্য নাকচ করে। ১৯৪৬ সালে Simon Kuznets যুক্তরাষ্ট্রের ১৮৬৯-১৯৩৮ সময়ের দশক ভিত্তিক নীট জাতীয় উৎপাদন এবং ভোগ ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করেন। তাছাড়া ভোগ মোটামুটিভাবে আয়ের একটি স্থিতিশীল ফাংশন। Kuznets এর তথ্য থেকে কেইনস-এর উপসিদ্ধান্তের প্রথম বক্তব্যের সমর্থন মিলে। তার তথ্যানুযায়ী উপরিউক্ত সময় সীমার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের APC এর মান ০.৮৪ থেকে ০.৯৯ এর মধ্যে ছিল। আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক রিপোর্ট (যেখানে ১৯২৩ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্যয়িতব্য আয়, ভোগ ব্যয়, সঞ্চয়, APC, APS, MPC, MPS সম্পর্কে বৎসর ভিত্তিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত) থেকে দেখা যায় গড় ভোগ প্রবণতা ০.৭৪ থেকে ০.৯৯ ছিল। তবে দশক ভিত্তিক তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় APC মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। সুতরাং বলা যায় দীর্ঘমেয়াদে ভোগ আয়ের স্থিতিশীল ফাংশন। পক্ষান্তরে গPC < APC তার এই বক্তব্য ১৯২৩-১৯৪৩ এবং ১৮২৯-১৯৪০ সময়ের তথ্য দ্বারা সমর্থিত হলেও Kuznets এর তথ্য থেকে এর সমর্থন মিলে না। ১৯৭২ এবং ১৯৭৪ সাল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য বছরে MPC < APC ছিল। পক্ষান্তরে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত Goldsmith এর গবেষণা থেকে দেখা যায় APC এবং MPC সমান হতে পারে। আবার L. R. Klein এবং R. F. Kodbud তাদের এক গবেষণা নিবন্ধে দেখান দীর্ঘমেয়াদে APC কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে। তাঁদের মতে এর বার্ষিক বৃদ্ধির হার শতকরা ০.১২৯ ভাগ। সুতরাং আয় বৃদ্ধি পেলে APC হ্রাস পাবে কেইনস-এর এই বক্তব্য বাস্তব তথ্য এবং গবেষণা সমর্থন করে না। তবে $0 < MPC < 1$ কেইনস-এর এ বক্তব্য দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা দ্বারা সমর্থিত হয়।

অধ্যাপক Simon Kuznets যুক্তরাষ্ট্রের ৬০ বৎসরের জাতীয় আয় এবং ভোগ ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে গড় ভোগ প্রবণতা পরিমাপ করেন। তার তথ্য থেকে দেখা যায় ৩০ দশকের মহামন্দার পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রে ভোগ ব্যয় এবং জাতীয় আয়ের অনুপাত অর্থাৎ APC এর মান ০.৮৪ থেকে ০.৮৯ এর মধ্যে উঠানামা করে। এরপর ত্রিশ দশকের যুগে এর মান বৃদ্ধি পেয়ে ০.৯৯ পর্যন্ত উপনীত হয়। এর ব্যাখ্যা হিসেবে তিনি যুক্তি দেন তৎকালীন সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড মারাত্মকভাবে সংকুচিত হবার উল্লেখ যুক্তরাষ্ট্রে গড় ভোগ প্রবণতার উপর ধনাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

আবার ১৯২৯-১৯৭৪ এর সময়সীমা বিবেচনা করলে দেখা যায় গড় ভোগ প্রবণতা বৎসরের পর বৎসর পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থে গড়ে এর মান মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। নিচের তথ্য থেকে এর প্রমাণ মিলবে।

টেবিল-৩ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে গড় ভোগ প্রবণতা : ১৯৪৭-১৯৭৪

যুগ	গড় ভোগ প্রবণতা
1947-1956	0·921
1952-1961	0·921
1957-1966	0·924
1962-1971	0·910
1967-1974	0·905

টেবিল থেকে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ১৯৪৭-১৯৭৪ সময়ে সীমাকে দশক ভিত্তিতে বিবেচনা করলে APC এর মান মূলত যুক্তরাষ্ট্রে স্থিতিশীল ছিল। এ থেকে বলা যায় দীর্ঘমেয়াদি টাইম সিরিজ তথ্য বিবেচনা করলে অচঈ স্থিতিশীল থাকে। সুতরাং এরূপ তথ্য থেকে কেইনসীয় পরম আয় উপসিদ্ধান্তের সমর্থন মিলে না।

ভোগ এবং ব্যয়িতব্য আয় সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদি তথ্য গড় ভোগ প্রবণতার চক্রাকার উঠানামা প্রকাশ করে। এ বৈশিষ্ট্য ত্রিশ দশকের মন্দার সময় উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া অপরাপর স্বল্পমেয়াদি বাণিজ্য চক্রকালীন সময়েও APC এর এই বৈশিষ্ট্য যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের তথ্য থেকে দেখা যায়। পক্ষান্তরে দীর্ঘমেয়াদি তথ্য স্থিতিশীল গড় ভোগ প্রবণতা নির্দেশ করে। তবে APC এর এরূপ দ্বৈত আচরণ অসংগতিপূর্ণ নয় বলা যায়। উঠানামার বিষয়টি নিচের চিত্র থেকে তা বুঝা যাবে।

চিত্রের ভূমি অক্ষে সময় (T) পরিমাপকৃত। উপরের অংশের লম্ব অক্ষে গড় ভোগ প্রবণতা (APC) এবং নিচের অংশের লম্ব অক্ষে ব্যয়িতব্য আয় (Y_d) এবং ভোগ ব্যয় (C) দেখানো হয়েছে। আবার অচঈং এবং অচঈখ রেখা স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদি গড় ভোগ প্রবণতা প্রকাশ করে। পক্ষান্তরে ণফ এবং ণফঃ রেখা সময় ব্যবধানে ব্যয়িতব্য আয় এবং ঞৎবহফ ব্যয়িতব্য আয় দেখাচ্ছে। অন্যদিকে ঈ এবং ঈঃ রেখা সময় ব্যবধানে ভোগ ব্যয় এবং ঞৎবহফ ভোগ ব্যয় প্রকাশ করে।

চিত্র ১. ব্যয়িতব্য আয়, ভোগ ব্যয় এবং গড় ভোগ প্রবণতার স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি উঠানামার প্রকৃতি নিচের চিত্রে লক্ষ্য করা যায়,

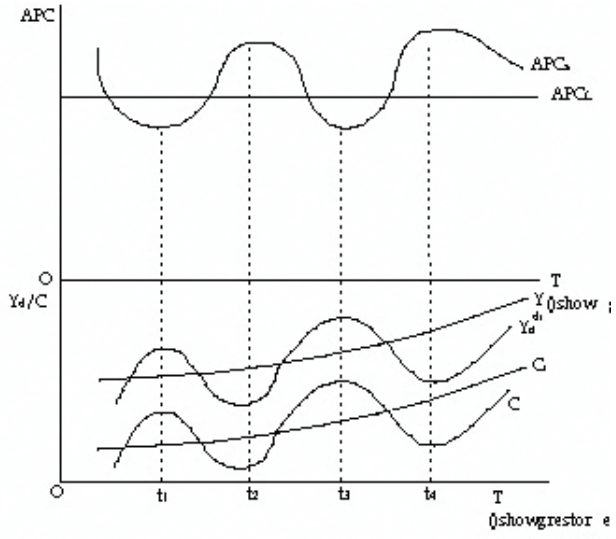

চিত্রে t_1 সময়ের পর অর্থনীতিতে অবনতি আরম্ভ হয় এবং t_2 সময়ে তা পূর্ণতা লাভ করে মন্দা দেখা দেয়। কারণ এ সময়ে Y_d এবং C উভয়েই হ্রাস পেতে থাকে। অন্যদিকে t_2 সময়ের পর আবার অর্থনীতিতে পুনরুদ্ধার স্তর আরম্ভ হয় এবং t_3 সময়ে তা পূর্ণতা লাভ করে এবং অর্থনীতি সমৃদ্ধি স্তরে উপনীত হয়। এরপর আবার অবনতি আরম্ভ হয়। আবার অর্থনীতি যখন বাণিজ্য চক্রের সম্প্রসারণ স্তর প্রকাশ করে তখন ব্যয়িতব্য আয় ভোগ ব্যয়ের চেয়ে দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে APC হ্রাস পেতে থাকে। আবার যখন অবনতি দেখা দেয় তখন ব্যয়িতব্য আয় ভোগ ব্যয়ের তুলনায় বেশি হ্রাস পায়। ফলে অচঈ বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়টি Y_d এবং C রেখার উঠানামা থেকে বুঝা যায়। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদ অর্থাৎ একাধিক বাণিজ্য চক্র বিবেচনা করলে দেখা যায় ভোগ ব্যয় এবং আয়ের অনুপাত–অর্থাৎ APC এর পরিবর্তন হয় না। এ বিষয়টি Y_d^t এবং C^t রেখার সমান্তরাল অবস্থান এবং প্রবণতা থেকে পরিলক্ষিত হয়। কেইনসীয় পরম আয় উপসিদ্ধান্ত Y_d এবং C রেখার সম্পর্ক এবং এর ফলে APC_s রেখার উঠানামা ব্যাখ্যা করতে পারে মাত্র, Y_d^t এবং C^t রেখার সম্পর্ক তথা APC_L এর ব্যাখ্যা দেয় নি।

২.২ দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ তাত্ত্বিক ও অর্থমিতিক গবেষণা (Different Theoritical Economitrical Research on Longrun Consumption Function)

(ক) সাইমন-কুজনেট-এর গবেষণা : ভোগ অপেক্ষক সম্বন্ধে যে একটি বিতর্কিত প্রশ্ন উঠতে পারে তা হলো ভোগ ও আয়ের সম্পর্ক সমানুপাতিক (proportional) হবে বা অসমানুপাতিক (non-proportional) হবে কিনা। এ বিষয়ে ১৯৩৬ সালে কেইনস-এর আলোচনা থেকে শুরু করে ১৯৬৩ সালে মডিগ্লিয়ানীর জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তের গবেষণা পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ কর্তৃক বিভিন্ন তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা রয়েছে। তাছাড়া পূর্ব থেকেও বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ কেইনসীয় তত্ত্ব অনুসারে দেখা গেছে যে, আয় বাড়তে থাকলে ভোগ ও আয়ের মধ্যের অনুপাত অর্থাৎ ভোগের পড় প্রবণতা সমান থাকতে পারে না। অতএব উক্ত অনুপাত সমান থাকা সম্ভব নয়।।

কিন্তু আমরা যদি অধ্যাপক সাইমন কুজনেটস (Simon Kuznets) প্রদর্শিত আয় ও ভোগ ব্যয়ের দীর্ঘকালীন সম্পর্কের বিষয় লক্ষ্য করি, তাহলে দেখবো যে উভয়ের এ সম্পর্ক সমানুপাতিক। অধ্যাপক কুজনেটস আমেরিকার অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৯ হতে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সময়ের আয় ও ভোগের সংগৃহীত হিসেবের ওপর ভিত্তি করে ভোগ ও আয়ের সমানুপাতিক সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ স্থলে ভোগ অপেক্ষকের এরূপ সমীকরণ লক্ষ্য করা যায়;

এ স্থানে $\frac{C}{Y} = b = APC$ (ভোগের গড় প্রবণতা)। 'b' একটি স্থির অনুপাত। দীর্ঘকালীন ভোগ রেখাকে নিচে চিত্রের সাহায্যে দেখতে পারি।

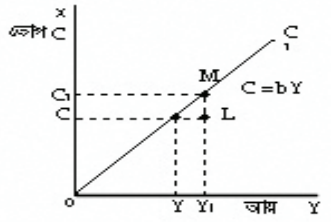

চিত্র-২ : অধ্যাপক সাইমন কুজনেট-এর প্রদর্শিত আয় ও ভোগ ব্যয়ের সমানুপাতিক সম্পর্ক

চিত্রে ভোগ রেখা OC_1 কে OX ও OY অক্ষদ্বয়ের সংযোগ বিন্দু হতে টানা হয়েছে। এ OC_1 ভোগরেখার ঢাল (slope) এখানে 'b' এবং এ 'b' ই ভোগের গড় প্রবণতা। আবার এটা ভোগের প্রান্তিক কারণ এখানে গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা পরস্পর সমান। এক্ষেত্রে গড় ভোগ প্রবণতা হলো $\frac{KY}{OY}$। আবার $\frac{KY}{OY}$ হলো OC_1 রেখার ঢাল। অতএব O বিন্দু হতে অঙ্কিত OC_1 রেখার ঢালকে এক্ষেত্রে ভোগের গড় প্রবণতা বলা যায়। এখন, ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা বলতে বুঝায় আয় কতটা বাড়লে, ভোগ কতটুকু বাড়বে, অর্থাৎ, মোট আয় বৃদ্ধিকে (ΔY) মোট ভোগ বৃদ্ধি (C) দ্বারা ভাগ করলে, ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা পাওয়া যায়, অর্থাৎ $\frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{dC}{dY}$। চিত্রানুযায়ী দেখা যায়, আয় (OY) হতে OY_1-এ বাড়লে, ভোগ OC হতে OC এ বেড়েছে। এখানে আয় বৃদ্ধি হলো $YY_1 = KL$ পরিমাণ এবং ভোগ বৃদ্ধি হলো $CC_1 = ML$ পরিমাণ। অতএব ভোগের প্রান্তিক প্রবণতা বা $MPC = \frac{dC}{dY} = \frac{ML}{KL}$। লক্ষণীয় বিষয় হলো যে $\frac{ML}{KL}$ অনুপাতও OC_1 রেখার ঢাল সূচিত করছে। সুতরাং এক্ষেত্রে OC_1 রেখার ঢালকে ভোগের প্রান্তিক প্রবণতাও বলা যায়, কারণ রেখাটির কোনো বিন্দুতে এর ঢাল দেখায় যে আয় কতটা বাড়লে ভোগ কতটা বাড়বে; এবং যে কোনো ভোগ রেখার যে কোনো বিন্দু হতে O তে একটি সরল রেখা টানলে উক্ত রেখাটির ঢাল ভোগ রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে ভোগের গড় প্রবণতা দেখায়। অতএব এর

প্রতিটি বিন্দুতেই ভোগের গড় ও প্রান্তিক প্রবণতা সমান হবে।

এক্ষেত্রে ভোগের গড় প্রবণতা (APC) ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) পরস্পর সমান (অর্থাৎ APC = MPC)। কুজনেট্স্-এর হিসাবানুযায়ী ভোগের প্রবণতা ০.৯-এর সমান, অর্থাৎ APC = MPC = 0.9; এখানে ভোগ অপেক্ষক রেখার ঢাল (slope) 0.9-এর সমান হবে অর্থাৎ, C = 0.9Y আবার এটাও দেখা যায় যে, কেইন্সীয় ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কিত তত্ত্বে ভোগের গড় প্রবণতা (APC) কখনই স্থির নয়, ইহা পরিবর্তনশীল। কিন্তু কুজনেট্স-এর পরিসংখ্যান ভিত্তিক জরিপ (statistical survey) ও তার দীর্ঘকালীন হিসাব পরীক্ষার অভিজ্ঞতালব্ধ পটভূমিকায় দেখা যায় যে দীর্ঘকালীন গড় ভোগ প্রবণতা (longterm APC) স্থির থাকে।

অর্থাৎ $\frac{C}{Y} = b = APC = MPC.$ এখানে ন স্থির অনুপাত। কিন্তু দেখা যাবে, স্বল্পকালীন বা বাৎসরিক (annual) ভোগ অপেক্ষক এক্ষেত্রে কেইন্সীয় ধরনের সমীকরণের মত, অর্থাৎ $C = a + bY.$

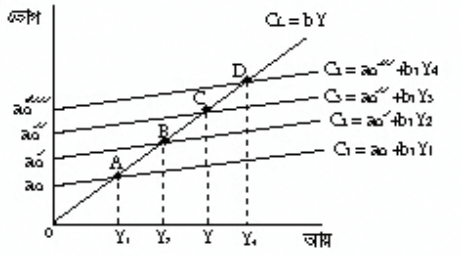

চিত্র-৩ : কেইন্সীয় ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কিত তত্ত্বে ভোগের গড় প্রবণতা পরিবর্তনশীল। কিন্তু কুজনেট্স-এর দীর্ঘকালীন গড় ভোগ প্রবণতা স্থির

এখানে গড় ভোগ প্রবণতা অপেক্ষা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কম, বা APC > MPC,এবং স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষক রেখাটি দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক রেখা অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত (flatter)। উপরের চিত্রে এ অবস্থা বুঝাতে পারি, C_L এ দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক রেখা এবং সেক্ষেত্রে APC = MPC = b এবং b ভোগ ও আয়ের সমানুপাতিক সম্পর্কই সূচিত করছে। C_1, C_2, C_3 ও C_4 যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরের ভোগ অপেক্ষক রেখা। দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম বৎসরের আয় OY_1 হতে বেড়ে দ্বিতীয় বৎসরে OY_2 হতে ভোগ অপেক্ষক রেখাও C_1 হতে C_2 তে পৌঁছল এবং অনুরূপভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে আয় বেড়ে OY_3 ও OY_4 হলে ভোগ অপেক্ষক রেখা যথাক্রমে C_3 ও C_4 হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, A, B, C, D প্রভৃতি বিভিন্ন বিন্দুগুলো যে রেখা দ্বারা যুক্ত করা যায় তাই দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক রেখা। এটা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্বল্পকালীন প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (shortrun MPC) অপেক্ষা দীর্ঘকালীন ভোগ প্রান্তিক প্রবণতা (long MPC) বেশি; অর্থাৎ b > b1 ; এখানে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন উভয় প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাই স্থির ও অপরিবর্তনীয়। প্রতি বৎসরের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা অল্প সময়ে একই থাকে। চিত্রে দেখা যায়, যেহেতু দীর্ঘকালীন রেখা C1 স্বল্পকালীন রেখাসমূহ (C1, C2 প্রভৃতি) অপেক্ষা অধিকতর খাড়া (steeper) সেহেতু দীর্ঘকালীন রেখার ঢাল অপেক্ষা বেশি। অতএব দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (অর্থাৎ দীর্ঘকালীন রেখার ঢাল) স্বল্পকালীন প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (স্বল্পকালীন রেখার ঢাল) অপেক্ষা অধিক হবে; এখানে Long MPC > Short-run MPC.

(খ) অধ্যাপক অর্থার স্মিথিস (Arthur Smithies) এর গবেষণা : উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কুজনেটস-এর ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন ভোগ অপেক্ষকের ক্ষেত্রে ভোগ ও

আয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিন্নরূপ অনুপাতের যে সমস্যা দেখা দিয়েছে অর্থাৎ যেখানে আয় ভোগ সম্পর্ক দীর্ঘকালে সমানুপাতিক ও স্বল্পকালে অসমানুপাতিক, সেখানে অধ্যাপক আর্থার স্মিথিস (Arthur Smithies) এর সমাধানের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা উপস্থাপন করেছেন। প্রদত্ত চিত্রে স্মিথিসের ব্যাখ্যাই সুপরিস্ফুট হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, আয় বাড়ার সাথে সাথে স্বল্পকালীন ভোগ রেখা ক্রমে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। এরূপ ক্রমোর্ধ্ব স্থানান্তরকরণের প্রভাব আয় বৃদ্ধির ফলে ভোগের গড় প্রবণতার ক্রমান্বয় হ্রাসের অবস্থাকে প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট। এভাবে A, B, C, D প্রভৃতি বিভিন্ন বাৎসরিক ভোগ অপেক্ষক অনুসারী বিন্দুগুলো পাওয়া যায় এবং এগুলোকে যুক্ত করে দীর্ঘ সময়ের স্থির ও অপরিবর্তনীয় গড় ভোগ প্রবণতার (এখানে এটা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার সমান) ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়। স্মিথিসের ব্যাখ্যায় কয়েকটি কারণে ভোগ অপেক্ষকের ঊর্ধ্বে স্থানান্তরকরণ ঘটেছে।

১. স্মিথিসের মতে, আমেরিকায় যে সময়কাল বিবেচনা করে অধ্যাপক কুজনেটস আয় ভোগ সমন্বিত পর্যবেক্ষণ ও সমীক্ষা করেছিলেন সেই সময়ের মধ্যে গ্রামাঞ্চল হতে শহরাঞ্চলে একটি বিপুল অংশের আগমনের ফলে ভোগ অপেক্ষকের পরিবর্তন ঘটে। এর কারণ সম আয় পর্যায়ের গ্রামীণ জনসংখ্যা অপেক্ষা শহরের জনগণের ভোগ ব্যয় বেশি।

২. নতুন পণ্যসামগ্রীর উপস্থিতির ফলে অর্থনীতিতে অধিকতর ভোগ ব্যয়ের প্রবণতা দেখা দেয়। জীবনধারণের মান উন্নত হবার পক্ষে এ বিষয়টির যোগাযোগ আছে।

৩. জনগণের বয়ঃসীমার কাঠামোর পরিবর্তনের ফলেও ভোগ অপেক্ষক প্রভাবিত হয়। বার্ধক্যের পর্যায়ে জনসংখ্যার শতকরা অধিক হারে জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে ভোগ ও আয়ের অনুপাত বেড়ে যায়। এর অন্যতম কারণ এই যে বৃদ্ধরা প্রধানত আয় উপার্জনে অক্ষম থাকে কিন্তু তাদের ভোগ হ্রাস পায় না।

২.৩ জেমস্ ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত (Relative Income Hypothesis of James Duesenberry)

আপেক্ষিক আয় বলতে ভোক্তার উপার্জিত আয়ের ধরণ ধারা বুঝায়। কোনো ভোক্তা বর্তমান আয় দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্বেও যদি অতীতের বা অন্য কোনো সুবিধা দ্বারা প্রভাবিত হয় তবে তাকে আয়ের আপেক্ষিক প্রভাব বলে। আবার কোনো ব্যক্তি মাসের শেষে বেতন ৫০০০ টাকা পায়, অফিসের ফ্রি বাসা, পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ ফ্রি, মালি, ঝাড়ুদার, কাজের ছেলের বেতন দেয় নিয়োগ কর্তৃপক্ষ। ফলে ঐ ব্যক্তি শুধু মাসিক ৫০০০ টাকার আয়ের উপর নির্ভরশীল নয় বরং অন্যান্য সকল সুবিধার উপরও নির্ভরশীল। ভোক্তার বেতন বর্হিভূত অন্যান্য সকল সুবিধাই আপেক্ষিক আয়। ভোগ যখন শুধু আয়ের উপর নির্ভরশীল না হয়ে অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল হয়, তখন এ নির্ভরশীলতাকে ভোগ তত্ত্বে আপেক্ষিক আয় বলে।

১৯৪৯ সালে জেমস ডুসেনবেরী তাঁর প্রকাশনা "Income, Saving, and The Theory of Consumer Behaviour" পুস্তকে আয় ও ভোগ ব্যয় সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেন তাই ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। এ তত্ত্ব গড়ে উঠার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত মূলত মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভোগ ব্যয় সম্পর্কে ডুসেনবেরীর বক্তব্য ছিল মূলত দু'টি।

১. **Ratchet Effect :** ভোক্তার ভোগ ব্যয় বর্তমান আয়ের উপর নয় বরং অতীতের আয়স্তরের উপর নির্ভরশীল (Peak level of Income Effect)। ডুসেনবেরীর মতে ভোগ ব্যয় অতীতের আয়

স্তরের উপর নির্ভর করে। অতীতের সমৃদ্ধি আয় স্তর দ্বারা বর্তমানের (মন্দাকাল) ভোগ ব্যয় প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ অতীতের আয় স্তর বেশি থাকলে বর্তমানে আয়স্তর কমে গেলেও ভোগ অভ্যাসের বিষয়টি অতীতের বেশি আয়স্তরের সময় যেমন ছিল তা বজায় রাখার চেষ্টা করবে। অতীতের আয় স্তরের সাথে বর্তমানের ভোগ ব্যয়ের এরূপ প্রচেষ্টাকে Ratchet Effect বলে।

২. **প্রদর্শন বাতিক প্রভাব (Demonstration Effect) :** ডুসেনবেরীর মতে মানুষের ভোগ অভ্যাসের বিষয়টি পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ সাধারণত "Keep up with the jones" পর্যায়ে অবস্থান করতে চায়। এ জন্য একজন ভোক্তার ভোগের বিষয়টি পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ভোগের ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত। ভোক্তার এ ধরনের প্রভাবকে প্রদর্শন বাতিক প্রভাব বলে।

যেমন : কোনো ভোক্তার একটি সাদাকালো টিভি আছে। পাশের বাড়ির ভোক্তার একটি রঙিন টিভি আছে। রঙিন টিভি থেকে প্রাপ্ত ভোগের বিষয়টি সাদাকালো টিভির ভোগের উপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে সাদাকালো টিভির ভোক্তা অবশ্যই রঙিন টিভির ভোগ অভ্যাস গ্রহণ করতে চেষ্টা করবে। একে প্রদর্শন বাতিক প্রভাব বলে। একইভাবে ফ্যাশনের বিষয়টিও প্রদর্শক বাতিক প্রভাব হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে পোশাক পরিচ্ছদ, পরিবারের ব্যবহার্য ও ভোগের জিনিসপত্র, সামাজিক উপকরণ ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

ডুসেনবেরীর উপরিউক্ত বক্তব্য Time Series Data Analysis এবং Cross Sectional ভোগ অপেক্ষকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় :

সময়কালিন তথ্য বিশ্লেষণ : স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য ডুসেনবেরী দেখান যে, আয় সমৃদ্ধির সময় APC বাড়ে। কিন্তু আয় মন্দাকালে APC আয় বৃদ্ধিকালে যে ভাবে বেড়েছিল সে ভাবে হ্রাস পায় না। অর্থাৎ আয় মন্দাকালে APS হ্রাস পায়। এ বিষয়ে ডুসেনবেরী যে অপেক্ষক ব্যবহার করেন তা হচ্ছে-

গড় সঞ্চয় প্রবণতা, $APS = \frac{St}{Y_{dt}} = \frac{aY_{dt}}{Y_{dt}^{*}} + b$

অর্থাৎ $-\frac{dAPS}{dY_{dt}^{*}} < 0$ .....(1)

গড় ভোগ প্রবণতা, $APC = 1\text{-}APS = 1 - \frac{St}{Y_{dt}}$

এবং $\frac{d\,APC}{d\,Y_{dt}^{*}} > 0$ ..... (2)

যেখানে, $a > 0$; $b < 0$

Y_{dt} = ব্যক্তিগত ব্যবহারযোগ্য চলতি আয়।

Y_{dt}^{*} = অতীতের সর্বোচ্চ আয়স্তর।

b = ছেদকমান / স্বয়ম্ভুত সঞ্চয়।

a = ঢাল যা ধনাত্বক।

(1) নং সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করে যে, অতীতের আয়স্তরের সাথে APS বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। এবং (2) নং সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করে APC অতীতের আয়স্তরের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

স্বল্পমেয়াদে ভোগ ও আয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য ডুসেনবেরী ১৯২৩-১৯৪০ সালের গবেষণার ভিত্তিতে ভোগ ব্যয় ও আয়ের মধ্যে (1) নং সমীকরণ পরিমাপ করলে এবং a = ০.১৬৫ এবং b = -০.০৬৬ দেখতে পান। ডুসেনবেরী দেখান যে, বাণিজ্য চক্রের কোনো অবস্থায় আয় যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তখন $\frac{Ydt}{Ydt^*}$ এর মান প্রতি বৎসর প্রায় ১.০২ হওয়া উচিত। Y_{dt}/ Y_{dt}^* = ১.০২ এই মান (১) নং সমীকরণে বসালে আমরা পাই;

$$\frac{St}{Y_{dt}} = ০\cdot১৬৫ \frac{Y_{dt}}{Y_{dt}^*} - ০\cdot০৬৬ = ০\cdot১০২$$

$$\text{বা, } \frac{St}{Y_{dt}} = ০\cdot১৬৫ * ১\cdot০২ - ০\cdot০৬৬ = ০\cdot১০২$$

অর্থাৎ $\frac{Ct}{Y_{dt}}$= ০.৮৯৮। এসব তথ্য Simon-Kuznets কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৭৯-১৯১৯ সালের যুক্তরাষ্ট্রের APC মানের প্রায় কাছাকাছি। এখানে ডুসেনবেরীর তত্ত্ব Simon-Kuznet-এর গবেষণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

অধ্যাপক ডুসেনবেরীর গবেষণা : অধ্যাপক জেমস ডুসেনবেরী ভোগ অপেক্ষক সম্বন্ধে বলেছেন, আয় ও ভোগের সম্পর্ক মূলত সমানুপাতিক। তিনি স্মিথিসের ব্যাখ্যার ন্যায় অসমানুপাতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা পুরোপুরি সমর্থন করেন নি। ডুসেনবেরীর মতে, যদি আয় সময়ের সঙ্গে মোটামুটি স্থির গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে আয়ের সাথে ভোগও স্থির অনুপাতে বেড়ে চলবে। কিন্তু বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আয়ের বিশেষ উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে ভোগ ও আয়ের মধ্যে সমানুপাতিক সম্বন্ধ থাকতে পারে না, সেখানে উভয়ের সম্বন্ধ স্বাভাবিকভাবেই অসমানুপাতিক হয়ে থাকে।

জেমস্ ডুসেনবেরী ১৯৪৯ সালে ভোগ অপেক্ষকের যে তত্ত্বের অবতারণা করেন সেখানে আপেক্ষিক আয় জনিত ব্যাখ্যার দু'টি ধারা বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আপেক্ষিকতার প্রসঙ্গটি ভোগ অপেক্ষক আলোচনার ক্ষেত্রে ডুসেনবেরীর স্বাতন্ত্র্যতা রক্ষা করছে।

ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয়জনিত ব্যাখ্যার প্রথম ধারাটি দেখায় যে, ভোগকারী মোট জনসমষ্টির অন্য সকল ভোগকারীর ভোগ আচরণের সাথে তার নিজস্ব ভোগ আচরণের তুলনা করে তার ভোগ ও তজ্জনিত উপযোগিতা নির্ধারণ করে।

$$U = U(C_0, \cdots\cdots C_t, \cdots\cdots C_T)$$

নিম্নোক্ত উপযোগিতা-অপেক্ষক হতে ডুসেনবেরীর নিম্নোক্ত উপযোগিতা অপেক্ষক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র

$$U = U\left(\frac{C_o}{R_o'} \cdots\cdots \frac{C_t}{R_t'} \cdots\cdots \frac{C_T}{R_T}\right)$$

যেখানে R_o, R_t, R_T অর্থে o, t, ও T সময়কালে মোট জনসমষ্টির অন্য সকল ভোগকারীর ভোগের এক প্রকার নির্ভরযোগ্য গড় হিসাব। এখানে বুঝা যায় যে, ব্যক্তি বিশেষ ভোগকারী তখনই ধারণা করে যে তার উপযোগিতা বাড়ছে, যখন অন্য সকল ভোগকারীর গড় ভোগের তুলনায় তার নিজের ভোগের স্তর বেশি বৃদ্ধি পায়। অতএব, বলা যায় যে, ব্যক্তি বিশেষ ভোগকারীর ভোগ আয় অনুপাত (C/Y) যে বিষয়টি দ্বারা প্রভাবিত হয় তা হলো আয়ের বণ্টনে ঐ ব্যক্তি বিশেষের স্থান আপেক্ষিক অর্থে কিরূপ। যদি

কোনোও ব্যক্তির আয় জাতীয় গড়ের নিচে থাকে, সেক্ষেত্রে তার ভোগ আয় অনুপাত বেশি থাকে, কারণ সেসব সময় জাতীয় গড় স্তরে তার ভোগ বজায় রাখতে চেষ্টা করে; আবার অপরদিকে যার আয়ের স্তর জাতীয় গড়ের উপরে আছে তার ভোগ আয় অনুপাত কম, কারণ সে তার আয়ের অল্প অংশের দ্বারাই জাতীয় গড়ের উপযোগী ভোগের স্তর বজায় রাখতে সক্ষম। এক্ষেত্রে MPC < APC, এবং দীর্ঘকালীন ভোগ আয় অপেক্ষক স্থির থাকে।

অধ্যাপক ডুসেনবেরীর মতে, দীর্ঘকাল ব্যাপী আয় বাড়তে থাকলে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মানুষ তার ভোগকেও ঊর্ধ্বমুখী করতে সচেষ্ট হয়। সাধারণত দেখা যায়, ভোগকারী নিকট অতীতে যে উচ্চ পর্যায়ের জীবন যাপন করছে এবং যাতে সে অভ্যস্ত তাই সে বজায় রাখতে আগ্রহী থাকে। যে ভোগ অতীতে সর্বোচ্চ মানে উঠেছে তাই ভোগকারীর বর্তমান ভোগ ব্যয়কে প্রভাবিত করে। বস্তুত বর্তমান ভোগ কেবল বর্তমান আয়ের ওপরই নির্ভর করে না, নিকট অতীতে অর্জিত যে সর্বোচ্চ আয় স্তর অনুযায়ী অতীতের ভোগও সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছল, তার উপরও এটা নির্ভরশীল। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে অপরের ভোগ ও জীবনযাত্রার মানের অনুকরণ প্রবৃত্তি দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের বর্তমান ভোগ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, মন্দার সময় যে আয় নিম্নভিমুখী হওয়া স্বাভাবিক, এরূপ নিম্নগামী আয়ের ক্ষেত্রেও ভোগ অধিক কমতে পারে না। আয় কমলেও ব্যক্তি ভোগের পূর্বাবস্থা বজায় রাখতে চায়। এরূপ ক্ষেত্রে ভোগ যখন বিশেষ কমে না তখন স্বভাবতই সঞ্চয়ের পরিমাণকেই হ্রাস করা হয়। অতএব হ্রাসমান আয়ের অবস্থায় সঞ্চয় হ্রাস করে পূর্বের উচ্চমানের ভোগের অনুরূপ ভোগ অবস্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে থাকে। এস্থলে বর্তমান আয়ের সহিত অতীতের আয়ের সম্পর্কের উপর সঞ্চয় ও আয়ের অনুপাত নির্ভর করে; নিচের সমীকরণের দ্বারা এটা বুঝানো যায়–

$$\frac{S_t}{Y_t} = a\frac{Y_t}{Y_o} + b$$

এখানে Y_t ও S_t যথাক্রমে বর্তমান সময়ের আয় ও সঞ্চয় এবং Y_0 অতীতের সর্বোচ্চ আয় স্তর। এখন $\frac{Y_t}{Y_o}$ এই অনুপাতে (Ratio) কমতে থাকলে, অর্থাৎ বর্তমান আয় অতীতের সর্বোচ্চ আয় হতে কমে গেলে $\frac{S_t}{Y_t}$ অনুপাতও কমতে থাকবে। অর্থাৎ যদি বর্তমানের আয় অতীতের আয়ের তুলনায় কমে যায়। (এখানে $Y_t < Y_o$), তখন Yo আয়ের অনুযায়ী Y_t উচ্চস্তরের ভোগ বর্তমানেও বজায় রাখার জন্য বর্তমানের সঞ্চয় বা S_t-কে কমতে হয়। কিন্তু যদি $\frac{Y_t}{Y_o}$ অনুপাত, সময় অতিক্রম করে ও স্থিরতা বজায় রাখে তখন $\frac{S_t}{Y_t}$ অনুপাত অর্থাৎ সঞ্চয়ের গড় প্রবণতাও (Average propensity to save) স্থির থাকবে। গাণিতিকভাবে আবার বলা যায়, $\frac{C}{Y} = a_o + b_1\frac{Y}{\xi Y}$

যেখানে ξY হচ্ছে অতীতের সর্বোচ্চ আয় বুঝায়। এখানে সঞ্চয় অপেক্ষককে নিম্নবর্ণিত উপায়ে ভোগ অপেক্ষকে রূপান্তর করা যায়।

$$\frac{C}{Y} = 1 - \left(\frac{S}{Y}\right)$$

অতএব, $\frac{C}{Y} = (1 - a_o) - b_1\frac{Y}{\xi Y}$ আয় বাড়তে থাকলে ভোগ ব্যয় ক্রমে বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু সঞ্চয়ের হারও অতি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হচ্ছে, যেহেতু হ্রাসমান আয়ের সময়ে সঞ্চয়ের পরিমাণ বহুল হ্রাস পায়, সেজন্য আয় বৃদ্ধির সময় সঞ্চয়কে পূর্বাবস্থায় ফিরে আনার উদ্দেশ্যে সঞ্চয় বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে থাকে।

লক্ষণীয় যে, আয়ের ওঠানামার সাথে সাথে ভোগ ব্যয়ের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। নিকট অতীতের সর্বোচ্চ আয়ের মান অনুযায়ী উচ্চস্তরের যে ভোগ ও জীবনযাত্রার মানে ব্যক্তিবিশেষ অভ্যস্ত ছিল তার প্রভাব স্বল্পকালের মধ্যে সেই ব্যক্তির কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। সুতরাং তার বর্তমান আয় পূর্বের আয় হতে

অপেক্ষাকৃত কম হলেও, পূর্বে যে পরিমাণ ভোগ ব্যয়ে সে অভ্যস্ত ছিল, এর বা এর কাছাকাছি থাকার জন্য তার ভোগ ব্যয়ের তুলনায় বেশি হবে। আবার, আয়ের বৃদ্ধি হলে ভোগ ব্যয়ও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। অতএব দীর্ঘকালের পরিপ্রেক্ষিতে আয় স্তরের ওঠানামায় ভোগ ব্যয় বিশেষ প্রভাবিত হয় না। ভোগ ব্যয় মাত্র একটি মোটামুটি স্থির গতি বজায় রাখে। একমাত্র যখন বর্তমান আয় স্তর একটি নতুন বিশেষ উচ্চস্তরে পৌঁছায় তখনই বর্তমান ভোগের ওপর বর্তমান আয়ের প্রভাব লক্ষণীয়ভাবে আসে। এভাবে আমরা দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে ভোগ-ব্যয়ের যে গতি লক্ষ্য করতে পারি তাতে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাবিশিষ্ট ভোগের উত্থান পতনরূপ অস্থিরতার বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এখানে ভোগ অপেক্ষকের ক্ষেত্রে স্বভাবতই 'র‍্যাচেট ইফেক্ট' বর্তমান থাকে-(Ratchet effect) 'Ratcher' একটি যন্ত্রবিশেষ যা কোনো ধাতুকে এক দিকে গতিপথেই কাটতে থাকে বিপরীত দিকে আসতে পারে না।

নিচের চিত্রে Y রেখা দ্বারা আয়ের উত্থান পতনের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। দেখা যায় যে, মন্দার (Depression) সময় আয় কমে গেলেও ভোগ ব্যয় বিশেষ কমে না। আবার পরবর্তী কালে আয় ঊর্ধ্বমুখী হলে ভোগ ব্যয় অতি ধীরে ঊর্ধ্বে ওঠে। এভাবে 'র‍্যাচেট'-প্রভাব-এর বিষয় আমরা C ভোগ রেখা দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝাতে পারি।

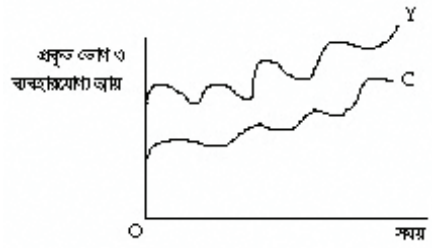

চিত্র-৪ : অধ্যাপক ডুসেনবেরীর 'র‍্যাচেট'-প্রভাব

আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত এবং অর্থমিতিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফল

ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত অনেকগুলো বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

১. ডুসেনবেরী বিভিন্ন গবেষণা ও জরিপের মাধ্যমে তার আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের পক্ষে যৌক্তিক তথ্য তুলে ধরেন। যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩৫-৩৬ সালের তথ্য নিয়ে তিনি দেখান একই আয়ের অধিকারী শ্বেতাঙ্গ পরিবারের তুলনায় নিগ্রো পরিবার বেশি সঞ্চয় করে। এ অবস্থা প্রদর্শন প্রতিক্রিয়ার ফল বলা যায়। আবার তিনি দেখান যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৭ সালে যেসব লোকের গড় আয় ৮০০ ডলার ছিল তাদের কোনো সঞ্চয় ছিল না। অথচ ১৯৩৫-৩৬ সালে একই আয় ১৫০০ ডলারে পৌঁছে। শুধু আয়ের উপর ভোগ নির্ভরশীল হলে শূন্য সঞ্চয় স্তরের আয় এই দুই সময়ে একই রকম হত। কিন্তু ভোগ শুধু আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় উভয় আয়স্তরে সঞ্চয় শূন্য হয়।

২. ডুসেনবেরী দাবি করেন এ শতাব্দীর বিশ দশকের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সময় যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে ত্রিশ দশকের মন্দার সময় আয় হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও জনগণের জীবনযাত্রার মান গড় আয়ের অনুপাতে কমে নি। তাই এ সময় গড় ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

৩. যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে ভোক্তাদের বাজেটে ঘাটতি কম পরিলক্ষিত হয়।

মূল কারণ ছিল উক্ত সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব ৮০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষে নেমে আসে। ফলে এ সময়ে গড় ভোগ প্রবণতা বাড়ে। এভাবে বিভিন্ন সময়ের তথ্য দ্বারা ডুসেনবেরী তার উপসিদ্ধান্ত প্রমাণের চেষ্টা করেন।

৪. যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৩৫-৩৬ সালের এক সমীক্ষা হতে দেখা যায় সমআয় শ্রেণিভুক্ত শহরের লোকদের অপেক্ষা গ্রামের লোকরা বেশি সঞ্চয় করে। অধ্যাপক R. Friedman এবং ইৎধফু যুক্তি দেন গ্রামে প্রদর্শন প্রতিক্রিয়া কম থাকায় উক্ত সময়ে শহরের লোকদের তুলনায় গ্রামের লোকদের ভোগ প্রবণতা কম ছিল।

৫. যুক্তরাষ্ট্রের Bureau of Labour Statistics এর এক রিপোর্ট থেকে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায় :

টেবিল-৪ : ব্যয়িতব্য আয় এবং ভোগ ব্যয় : ১৯৬০-১৯৬১ (ডলার অংকে)

গ্রুপ/শ্রেণি	ব্যয়িতব্য আয় (Yd)	ভোগ ব্যয় (C)	গড় ভোগ প্রবণতা (APC)
১. গ্রামীণ কৃষি পরিবার (Rural Farm Families)	4,424	3,595	0·81
২. সমস্ত কালো পরিবারবর্গ (All Black Families)	3,584	3,465	0·97
৩. সমস্ত পরিবারবর্গ : যেসব পরিবারের কর্তার আট বছর অথবা তার কম সময়ের শিক্ষা রয়েছে (All families with heads having eight years or less education)	3,956	3,657	0·92

উপরের টেবিল থেকে দেখা যায়, (ক) কাছাকাছি আয় থাকা সত্ত্বেও অ-কৃষি পরিবারসমূহ অপেক্ষা কৃষি পরিবারসমূহ কম আয় ভোগের জন্য ব্যয় করে। কেননা সব পরিবার বিবেচনা করলে গড়ে APC = 0.92 পাওয়া যায়। অথচ কৃষি পরিবারসমূহের গড় APC = 0.81 পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া কালো পরিবারবর্গের গড় ভোগ প্রবণতা 0.97 পরিলক্ষিত হয়। এসব পরিবারের গড় ব্যয়িতব্য আয় 3,584 ডলার এবং গড় ভোগ ব্যয় 3,465 দেখা যায়।

(খ) আবার যুক্তরাষ্ট্রের Bureau of Labour Statistics কর্তৃক প্রকাশিত Consumer Expenditures and Income, Total United States, Urban and Rural, 1960-61 পুস্তিকা থেকে দেখা যায় ঐ সময়ে আয় পরিধি 3000-3999 ডলার ছিল এমন সব পরিবারের গড় ভোগ প্রবণতা 1.03 পরিলক্ষিত হয়। এ তথ্যের সাথে উপরের টেবিলের তথ্য তুলনা করলে বলা যায় অ-কালো পরিবারবর্গের চেয়ে কালো পরিবারসমূহ কম আয় ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয় করে। কারণ প্রথমোক্ত পরিবারবর্গের APC যেখানে 1.03 সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবারবর্গের APC = 0.97 ছিল। এ থেকেও ডুসেনবেরীর উপসিদ্ধান্তের সমর্থন মিলে। ডুসেনবেরীর উপসিদ্ধান্ত অনুযায়ী কালো এবং অ-কালো পরিবারবর্গের অচঈ পৃথক হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে তাদের গড় আয়ের পার্থক্য।

(গ) যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬০-৬১ সালের উপরিউক্ত রিপোর্ট থেকে দেখা যায় ঐ সময়ে কালো পরিবারবর্গের গড় আয় যেখানে ডলার 3,584 ছিল, সেখানে একই সময়ে অ-কালো পরিবারবর্গের গড় আয় ডলার 5,772 ছিল। আপেক্ষিক আয় পার্থক্য এবং ভিন্ন অর্থে সামাজিক পরিবেশকে এ দুই শ্রেণির APC এর পার্থক্যের মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। উপরিউক্ত বিভিন্ন সমীক্ষা/পরিসংখ্যান সমীক্ষা/রিপোর্ট

থেকে ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

৬. ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে ভোক্তাদের ভোগ আচরণের পার্থক্য ডুসেনবেরী ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। যদি এই সময় মেয়াদ ডুসেনবেরীর গবেষণা সময়ের বাইরে।

আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের স্বপক্ষে পরিসংখ্যানগত বাস্তবিক বিশ্লেষণ

ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্তের বিষয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ মাঠ পর্যায়ে তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা ও গবেষণা করেন। এসব গবেষণা থেকে নিম্নোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১. ১৯৩৫-৩৬ সালের এক জরিপে দেখা যায় যে, একই আয় শ্রেণিভুক্ত গ্রামবাসিগণ শহরবাসীদের তুলনায় বেশি সঞ্চয় করেন। প্রফেসর Brady এবং Ross Friedman বলেন যে, যেহেতু গ্রামে প্রদর্শন বাতিক প্রতিক্রিয়া (Demonstration Effect) কম, সেজন্য শহরবাসীদের তুলনায় তাদের ভোগপ্রবণতা কম কিন্তু সঞ্চয় প্রবণতা বেশি।

২. Duesenberry ১৯৩৫-৩৬ সালের এক সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে, একই আয়স্তরে নিগ্রো পরিবার শ্বেত পরিবারের তুলনায় বেশি সঞ্চয় করে। ইহাও প্রদর্শন প্রতিক্রিয়ার প্রভাব।

৩. Duesenberry দেখিয়েছেন যে, ১৯১৭ সালে ভোগ অপেক্ষকের Break-Even Point (C = Y) ছিল ৮০০ ডলার কিন্তু ১৯৩৫-৩৬ সালে উহা ১৫০০ ডলারে পৌঁছে। ভোগ শুধুমাত্র বর্তমান আয়ের উপর নির্ভরশীল হলে Break-Even Point একই স্তরে থাকতো।

এ প্রসঙ্গে কেইনসীয়ান অর্থনীতিবিদগণ দেখিয়েছেন যে, উক্ত সময়ে বহু নতুন পণ্য বাজারে আগমন করে, ফলে ভোগ অপেক্ষক উভয়ের দিকে shift করেছে। কিন্তু Break Even Point বৃদ্ধি পাওয়ায় মনে হচ্ছে যে, ১৯৩৫-৩৬ সালে ৮০০ ডলার আয়ের লোকজন ৮০০ ডলারের বেশি খরচ করে। নতুন পণ্য বাজারে আসলেই লোকজন তাঁদের আয়ের সীমা ছাড়িয়ে খরচ করা শুরু করবে ইহা প্রণিধানযোগ্য নয়। বরং Duesenberry-এর মতে ১৯২০ দশকের অর্থনৈতিক অগ্রগতির যুগে জনসমষ্টির আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায়, ফলে এদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। ১৯৩০ দশকে অর্থনৈতিক মহামন্দার ফলে আয় কমে যাওয়া সত্ত্বেও জীবনযাত্রার মান সে অনুপাতে কমানো সম্ভব হয় নি। কাজেই এই সময়ে আয়ের তুলনায় ভোগ প্রবণতা বেশি ছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে এ সময়ে লোকজনের উরংংধারহম বেশি ছিল।

তেমনিভাবে ১৯৩৫ সালের তুলনায় ১৯৪১ সালে ভোক্তার বাজেট ঘাটতি কম ছিল। তার কারণ ১৯৩৫ সালে বেকারের সংখ্যা ছিল ৮০ লক্ষ। ১৯৪১ সালে উহা হ্রাস পেয়ে ৩০ লক্ষে নেমে আসে। কাজেই এ সময়ে উরংংধারহম কমে আসে।

২.৪ মিল্টন ফ্রিডম্যানের স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্ত

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিল্টন ফ্রিডম্যান স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকের আপাত বিরোধিতা দূরীকরণে ১৯৫৭ সালে '*A Theory of the Consumption Function*' শিরোনামে যে গবেষণামূলক বক্তব্য রাখেন, তার এ বক্তব্য স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। মিল্টন ফ্রিডম্যানের মতে প্রকৃত ভোগ অপেক্ষক স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে। দীর্ঘমেয়াদে ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। স্বল্পমেয়াদে ভোগ অপেক্ষক পরিমাপকৃত আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। পরিমাপকৃত আয় ও পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়ের ধারণা নিচে দেয়া হলো :

(ক) পরিমাপকৃত আয় : স্থায়ি আয় ও অস্থায়ি আয়ের সমষ্টি পরিমাপকৃত আয়। অর্থাৎ পরিমাপকৃত আয় $Y = Y_p + Y_t$, যেখানে, Y_p = স্থায়ি আয়, Y_t = অস্থায়ি আয়।

স্থায়ি আয় : নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত নিয়মিতভাবে অর্জিত আয়কে স্থায়ি আয় বলে। যেমন– কোনো সরকারি কর্মকর্তার মাসিক বেতন তার স্থায়ি আয়, সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয় স্থায়ি আয় হিসেবে বিবেচ্য। তবে এ ধরনের আয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো বর্ধিত আয়, থাকলে তাকেও স্থায়ি হিসাবে গণ্য করতে হবে।

অস্থায়ি আয় : অনিয়মিত সময়ে অপ্রত্যাশিত যে কোনো ধরনের আয়কে অস্থায়ি আয় বলে। যেমন : লটারীর টিকেট এর পাওয়া পুরস্কার, প্রাইভেট পড়ানোর জন্য প্রাপ্ত আয়, Over time, Per time job থেকে প্রাপ্ত আয় ইত্যাদি।

(খ) পরিমাপকৃত ভোগ : স্থায়ি ও অস্থায়ি ভোগের সমষ্টি হচ্ছে পরিমাপকৃত ভোগ। অর্থাৎ পরিমাপকৃত ভোগ = $C = C_p + C_t$, যেখানে, C_p = স্থায়ি ভোগ, C_t = অস্থায়ি ভোগ।

স্থায়ি ভোগ : স্থায়ি আয়ের সাথে সম্পর্কিত নিয়মিত ভোগকে স্থায়ি ভোগ বলে। যেমন– প্রাপ্ত আয়ের মাধ্যমে ভোগ, সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত ভোগ ইত্যাদি। তবে এ ধরনের ভোগের জন্য নিয়মিত বর্ধিত ব্যয় হলে তাকেও স্থায়ি ভোগ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

অস্থায়ি ভোগ : অপ্রত্যাশিত যে কোনো ধরনের ভোগকে অস্থায়ি ভোগ বলে। যেমন, স্থায়ি চাকরি থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো আপ্যায়ন ও যেকোনো ধরনের সুযোগ সুবিধা, প্রাইভেট পড়িয়ে প্রাপ্ত সম্মানি থেকে ভোগ ইত্যাদি।

স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মিল্টন ফ্রিডম্যান প্রথমে পরিমাপকৃত আয় ও পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখান, স্বল্পমেয়াদে ইহাই প্রযোজ্য। পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদে স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখান।

পরিমাপকৃত আয় ও পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক

মিল্টন ফ্রিডম্যানের মতে স্থায়ি ভোগ স্থায়ি আয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এ স্থায়ি উপাদান সরাসরি দেখা যায় না। এজন্য ভোগ আচরণ ব্যাখ্যার জন্য এদের সাথে পরিমাপকৃত ভোগ ও পরিমাপকৃত আয়ের যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়োজন। স্বল্পমেয়াদের ক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যা করা যায় :

গাণিতিকভাবে, পরিমাপকৃত আয়, $Y = Y_p + Y_t$

পরিমাপকৃত ভোগ, $C = C_p + C_t$

যেখানে, Y = পরিমাপকৃত আয়, Y_p = স্থায়ি আয়,

C_p = স্থায়ি ভোগ ব্যয়, C_t = অস্থায়ি ভোগ ব্যয়,

C = পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়, Y_t = অস্থায়ি আয়।

ফ্রিডম্যানের মতে প্রকৃত ভোগ অপেক্ষক স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয়ের সম্পর্ক প্রকাশ করে। এজন্য এদের সহসম্পর্ক অস্থায়ি আয় ও অস্থায়ি ভোগ ব্যয়ের সহ সম্পর্ক অপেক্ষা বেশি হবে।

পরিমাপকৃত আয় ও পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো :

চিত্রে C_S ও C_L রেখা যথাক্রমে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয় রেখা। ধরি সমাজের গোষ্ঠিভুক্ত লোকদের

আয়স্তর Y_p এবং ভোগ ব্যয় $C_o Y_p$ পরিমাণ। সমাজের গোষ্ঠিভুক্ত লোকদের মধ্য থেকে বিশেষ শ্রেণি যাদের অস্থায়ি আয় $Y_t > 0$ এবং আয়স্তর Y_1 হলে ভোগ ব্যয় হয় C_S রেখার C_1 বিন্দুতে। বিশেষ শ্রেণি ও সাধারণ শ্রেণির গড়পড়তা আয়স্তর Y_2 হলে এবং তা যদি পরিমাপকৃত আয় হয় তবে তা দীর্ঘমেয়াদে C_L রেখায় ভোগ ব্যয় বজায় রাখতে চেষ্টা করবে। Y_2 পরিমাপকৃত স্থির আয় হলে ভোগ ব্যয় হবে C_L রেখার C_2 বিন্দুতে। এখানে পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয় $C_2 Y_2$, পরিমাপকৃত আয় OY_2 এর উপর নির্ভরশীল।

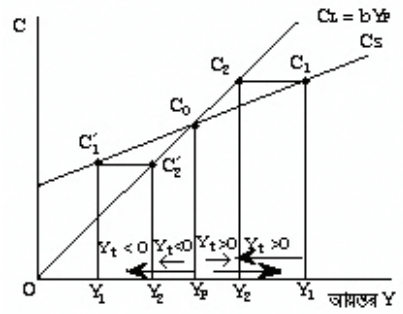

চিত্র-৫ : পরিমাপকৃত আয় ও পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক

এবার বিশেষ শ্রেণির অস্থায়ি আয় $Y_t < 0$ হলে অর্থাৎ আয় Y'_1 হলে ভোগ ব্যয় C'_1 বিন্দুতে হবে। বিশেষ শ্রেণি ও সাধারণ শ্রেণির গড়পড়তা আয়স্তর $Y'2$ হলে এবং ভোগ ব্যয় C_L রেখার C'_2 বিন্দুতে হবে। এখানেও পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয় $C'_2 Yt_2$ পরিমাপকৃত আয় OY'_2 এর উপর নির্ভরশীল।

স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক

মিল্টন ফ্রিডম্যান স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করেন। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য "Cross Sectional" ভোগ অপেক্ষকের সাহায্য নিয়ে থাকেন।

স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো :

চিত্রে $C_p = .88Yp$ রেখা দ্বারা ফ্রিডম্যান কর্তৃক গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে Estimated মান দ্বারা $C_p = .88Yp$ দীর্ঘকালীন ভোগ ব্যয় রেখা পরিমাপ করেন।

ফ্রিডম্যান সমাজের গোষ্ঠিভুক্ত শ্রেণির কথা উল্লেখ করেন এবং সমাজে ভোক্তাদের বিশেষ শ্রেণি ও সাধারণ শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। বিশেষ শ্রেণির অস্থায়ি আয় $Y_t > 0$ হলে আয়স্তর হয় Y_1। এ অবস্থায় ভোগ ব্যয় হবে OC_1 পরিমাণ। বিশেষ শ্রেণি ও সাধারণ শ্রেণির গড়পড়তা আয়স্তর Y_2 হলে এবং তা স্থায়ি আয় বিবেচনা করলে ভোগ ব্যয় দীর্ঘকালীন রেখায় নির্ধারণ করে। অর্থাৎ Y_2 আয়স্তরে ভোগ ব্যয় OC_1 হয়। এখানে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমতা লক্ষ্য করা যায়।

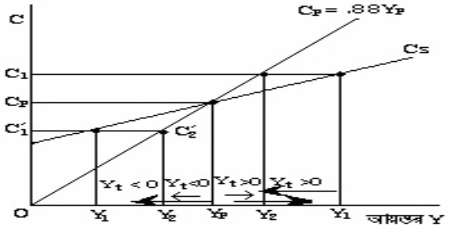

চিত্র-৬ : স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক

বিশেষ শ্রেণির অস্থায়ি আয় $Y_t < 0$ হলে বা আয়স্তর Y_1 হলে ভোগ ব্যয় হয় C_1। বিশেষ শ্রেণি ও সাধারণ শ্রেণির গড়পড়তা আয়স্তর Y_2 হলে ভোগ ব্যয় হয় C_2। অর্থাৎ অস্থায়ি আয় ঋণাত্বক হওয়ার সময় ও স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমতা লক্ষ্য করা যায়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগ ব্যয়ের সম্মিলন ফ্রিডম্যানের ভোগ অপেক্ষক এবং Cross Section তথ্য ভিত্তিক ভোগ অপেক্ষকের সাথে সংগতিপূর্ণ।

স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্তের মূল্যায়ন

ফ্রিডম্যানের স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্তের তাত্ত্বিক দিক বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয়, অস্থায়ি আয় ও অস্থায়ি ভোগ ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় নি।

১. ফ্রিডম্যান তাঁর উপসিদ্ধান্তের প্রয়োগশীলতার জন্য তিনটি অনুমিতির আশ্রয় নেয় :

(১) স্থায়ি আয় (Y_p) এবং অস্থায়ি আয়ের (Y_t) মধ্যে সহসম্পর্ক নেই; অর্থাৎ, $PYpYt = 0$

(২) স্থায়ি ভোগ ব্যয় (C_p) এবং অস্থায়ি ভোগ ব্যয়ের (C_t) মধ্যে সহসম্পর্ক নেই; অর্থাৎ, $PC_pC_t = 0$

(৩) অস্থায়ি আয় এবং অস্থায়ি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সহসম্পর্ক নেই; অর্থাৎ, $PYtCt = 0$

এখানে, P = সহসম্পর্কের চিহ্ন (Sign of Corelation)

উপরের অনুমান থেকে বলা যায় : $PY_pY_t = PC_pC_t = PY_tC_t = 0$ যেখানে $0 \leq P \leq 1$ হচ্ছে সহসম্পর্ক নির্দেশকারী সহগ। ফ্রিডম্যানের প্রথম এবং তৃতীয় বক্তব্য সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। R. Bird, R. Bodin, Reid, Kreinin, Shapiro প্রমুখ অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন সময়ে উপরিউক্ত দুটো বক্তব্যের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য গবেষণা করেন। তাঁদের অনেকের গবেষণা ফ্রিডম্যানের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। আবার অন্যদের গবেষণায় তা নাকচ করে।

২. ফ্রিডম্যান এর মতে অস্থায়ি আয়ের ক্ষেত্রে MPC = 0 হবে। কুজনেট এ বক্তব্যের সাথে একমত কিন্তু অধ্যাপক Houthakker একমত নন। কারণ অস্থায়ি আয় দ্বারা সাময়িকভাবে হলেও ভোগের পরিবর্তন হতে পারে।

৩. আয় ও ভোগ সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত একাধিক গবেষণা থেকে দেখা যায় অস্থায়ি আয়ের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা শূন্য নয়, বরং ধনাত্বক। যেমন– M. E. Kreinin, R. C. Bird এবং R. G. Bodkin এ ব্যাপারে যে গবেষণা করেন, তা থেকে দেখা যায় অপ্রত্যাশিত আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ধনাত্বক হয়। তাছাড়া সাম্প্রতিককালের P. J. Taubman, J. M. Holms, P. S. Laumas এবং K. A. Mohabbat প্রমুখ অর্থনীতিবিদের গবেষণা থেকে দেখা যায় অস্থায়ি আয়ের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা নিশ্চিতভাবে ধনাত্বক। এসব গবেষণা আরও প্রমাণ করেছে যে অস্থায়ি আয়ের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা স্থায়ি আয়ের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা অপেক্ষা কম। অধ্যাপক R. Bodkin দেখান যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫০ সালে National Service Life Insurance প্রদত্ত অপ্রত্যাশিত লভ্যাংশের MPC স্বাভাবিক আয়ের তুলনায় বেশি ছিল।

৪. স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভবিষ্যতে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের ক্ষেত্রে ধনী পরিবারের তুলনায় গরীব পরিবারের আকাঙ্ক্ষা কম থাকার কথা। কিন্তু অধ্যাপক Friend এবং Kravis এর গবেষণা এ

বক্তব্যের বিপরীত ফলাফল প্রদান করে। অধ্যাপক Shapiro মনে করেন স্থায়ি আয়ের পরিবর্তে সম্পদ দীর্ঘমেয়াদি ভোগ আচরণ ব্যাখ্যার জন্য আপেক্ষিকভাবে ভাল উপাদান। কারণ মানুষ স্থায়ি সম্পদের ভিত্তিতে স্থায়ি ভোগ নির্ধারণ করার কথা।

৫. ফ্রিডম্যান গড় ভোগ প্রবণতা স্থির ধরে নেন। অধ্যাপক Irwin Friend এবং Irving B. Kravis যুক্তি দেন যে সব পরিবারের স্থায়ি আয় বেশি তাদের তুলনায় যেসব পরিবারের স্থায়ি আয় কম তারা ভোগের ক্ষেত্রে বেশি চাপের সম্মুখীন হয়। সুতরাং তাত্ত্বিকভাবে বলা যায় প্রথমোক্ত পরিবারসমূহের তুলনায় দ্বিতীয় পরিবারসমূহের গড় ভোগ প্রবণতা বেশি হবে। এ কারণে ঋৎরবহফ এবং কৎধারং দাবি করেন স্থায়ি আয় বৃদ্ধি পেলে নীট অর্থে গড় ভোগ প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। উল্লেখ্য F. Modigliani এবং A. Ando এর বাস্তব গবেষণা থেকে উপরিউক্ত দাবির সমর্থন পাওয়া যায়।

৬. অধ্যাপক R. Dornbusch এবং S. Fischer এর মতে স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্তকে ভোগ আচরণের নির্ভুল কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হলেও এর দুটো সম্ভাব্য সীমাবদ্ধতা রয়েছে। প্রথমত, আয়ের পরিবর্তন হলে এর কোনো অংশ স্থায়ি এবং কোনো অংশ অস্থায়ি তা অনেকক্ষেত্রেই ভোক্তারা বুঝতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়ত, যদি তারা এটা বুঝতেও সক্ষম হয় তবুও তারল্য বাধার প্রেক্ষিতে তারা এই পরিবর্তনের সামঞ্জস্য বিধান করতে ভোগের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হতে পারে।

৭. অধ্যাপক M. Flavin যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তব তথ্য নিয়ে গবেষণা করে দেখতে পান নিম্ন আয়স্তরভুক্ত পরিবারবর্গের ভোগ আচরণ আয়/সম্পদের তারল্য বাধা দ্বারা যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত হয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের বাস্তব তথ্য নিয়ে দেখতে পান ভোগ ব্যয় চলতি আয়ের সাথে অতিরিক্ত স্পর্শকাতর। সুতরাং ভোগ ব্যয় স্থায়ি আয়ের উপর নির্ভরশীল-ফ্রিডম্যানের এ বক্তব্যের সমর্থন তার গবেষণা থেকে পাওয়া যায় নি।

৮. সবশেষে এ পর্যন্ত গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে ফ্রিডম্যানের বক্তব্যের গ্রহণযোগ্যতা বা বাতিল সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। কুজনট ১৯০১-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল ভোগ অপেক্ষক সম্পর্কে যে গবেষণা করেন তাতে দেখা যায় যে, আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক সমানুপাতিক। দীর্ঘকালে APC = MPC এবং APC = MPC হয়। যার জন্য দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষক রেখা সরল আকৃতির হয় এবং মূল বিন্দু থেকে উত্থিত হয়। কুজনেট এর বক্তব্য ফ্রিডম্যান প্রমাণ করতে সামর্থ্য হয়েছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কুজনেটের ধাঁধার সমাধান রয়েছে। অধ্যাপক H. B. O'Bannon, D. E. Bond এবং R. E. Shearer মন্তব্য করেছেন, স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে তা কেইনস-এর উপসিদ্ধান্তের চেয়ে আয় ও সঞ্চয়ের মধ্যে সম্পর্কের একটি মৌলিক পার্থক্যগত সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ তত্ত্বে বিবেচিত বিভিন্ন চলক স্থায়ি আয়, স্থায়ি ভোগ বা স্থায়ি সঞ্চয় ইত্যাদি সরাসরি পরিদৃষ্ট নয়। এসব চলকের শুধু তাত্ত্বিক ভিত্তি আছে। ফলে তত্ত্বটির বাস্তবতা যাচাইয়ের জন্য পরোক্ষ পরীক্ষার আশ্রয় নিতে হয়। এ কারণে তত্ত্বটির বাস্তবতা পরীক্ষার জন্য যত গবেষণা করা হয়েছে তার বেশির ভাগ তত্ত্বটির অনুকূলে এবং যত সামান্য বিপক্ষে বক্তব্য রয়েছে।

অধ্যাপক মিল্টন ফ্রিডম্যানের সময়কালিন অর্থমিতিক গবেষণামূলক ফলাফল : আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, ব্যবহারযোগ্য আয় (Yd- Disposable) ও ভোগের মধ্যে দীর্ঘকালীন সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক চিত্রিত হয়, সেক্ষেত্রে ১৯৪৮ থেকে ১৯৮৮ সাল ব্যাপী সময়কালের জন্য সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়।

$$C = ০.৯১৭\ Yd$$

আমরা যদি উক্ত ৪০ বৎসর সময়কালের ভোগ আয় সম্পর্কজনিত পরিসংখ্যানগুলো সাজিয়ে তাদের মধ্যে একটা Least Square Regression Line বসাবার চেষ্টা করি তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এ রেখাটি দু'টি অক্ষের কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎসারিত একটি উর্ধ্বগামী 45_ কোণ বিশিষ্ট সরলরেখা রূপ হবে। এক্ষেত্রে গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা একই হবে। অর্থাৎ $\frac{C}{Yd} = \frac{dC}{dY_d}$ বা, APC = MPC, কিন্তু প্রতি বৎসরের প্রকৃত গড় ভোগ প্রবণতাকে পৃথকভাবে দেখলে, তা উক্ত ঐতিহাসিক গড় অনুপাত ০.৯১৭-এর উপরে বা নিচে অবশ্যই থাকতে পারে। যেমন– পরিসংখ্যানে দেখা গেল, ১৯৭৩ সালে প্রকৃত গড় ভোগ প্রবণতা ছিল ০.৮৮২ আবার ১৯৮৭-সালে এ গড় এসে হয় ০.৯৩৮। এক্ষেত্রে নিচের চিত্রটি বিবেচনা করা যায়।

অতএব $C = ০.৯১৭\ Yd$ সমীকরণটিকে এভাবে বাস্তবভিত্তিক অনেকটা পরিমার্জিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করার অবকাশ আছে।

২.৫ এন্ডো-মডিগ্লিয়ানির জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত (Life Cycle Hypothesis of Ando Modigliani)

অধ্যাপক মডিগ্লিয়ানি মানুষের ভোগ আচরণকে তাদের জীবন ব্যাপী সময়ের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করেন। ভোক্তার ভোগ অভ্যাসের বিষয়টি জীবনব্যাপী সময়ের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করাকে ভোগের জীবনচক্র বলে। অধ্যাপক মডিগ্লিয়ানি এ ধরনের ভোগ অভ্যাসকে জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত হিসেবে অভিহিত করেন।

জীবনচক্র আয় উপসিদ্ধান্ত ভোগ সম্পর্কে সর্বশেষ তত্ত্ব। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য F. Modigliani, Brumberg কে নিয়ে ১৯৫৪ সালে, Watts কে নিয়ে ১৯৫৮ সালে এবং Ando কে নিয়ে ১৯৬৩ সালে যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তাই জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। এ তত্ত্বের উপরই Modigliani ১৯৮৫ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। Ando এবং Modigliani মানুষের ভোগ আচরণকে তাদের জীবন ব্যাপী সময়ের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করেন। ভোগ্য দ্রব্যের মূল্য এবং সুদের হার অপরিবর্তিত এ অনুমিতির প্রেক্ষিতে তারা মনে করেন কোনো ভোক্তার ভোগ অপেক্ষক নিম্নোক্ত ভাবে প্রকাশ করা যায় :

$Ct = f(Vt)$ যেখানে, V = ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ

অর্থাৎ ঃ সময়ে তার চলতি ও ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান মূল্য।

Modigliani মনে করেন ভোক্তার ভোগের বিষয়টি সময়ের প্রেক্ষিতে জীবনব্যাপী ধারা। এজন্য মডিগ্লিয়ানি ভোগ সময়কে ব্যাখ্যা করার জন্য বয়সকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ভোক্তার ভোগ সময়কে প্রথম জীবন (বাল্যকাল), মধ্য জীবন (যৌবন কাল) এবং শেষ জীবন (অবসর সময়) এ তিনভাগে বিভক্ত করেন। প্রথম জীবনে ভোক্তা ঋণ করে ভোগ করবে, মধ্য জীবনে উপার্জন করবে এবং ভোগ ও সঞ্চয় করবে। শেষ জীবনে মধ্য জীবনের সঞ্চয় থেকে ভোগ করবে।

সময়ের প্রেক্ষিতে ভোক্তার ভোগ অভ্যাসের বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় :

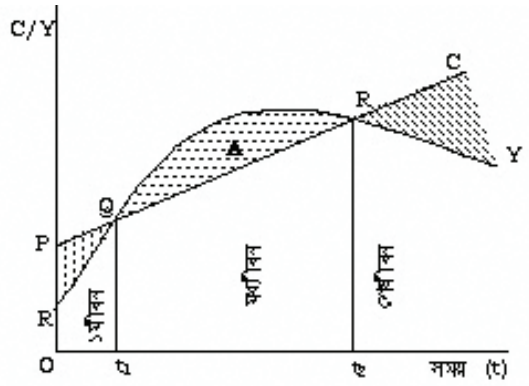

চিত্র-৭ : এন্ডো-মডিগ্লিয়ানির জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত

চিত্রে ভূমি ও লম্ব অক্ষে যথাক্রমে সময় (t) এবং C ও Y নির্দেশ করে। C ও Y রেখা দ্বারা যথাক্রমে ভোগ ও আয় নির্দেশ করে। চিত্রে PC রেখা দ্বারা ভোগ রেখা এবং জণ হচ্ছে আয় রেখা।

প্রথম জীবন : ভোক্তার প্রথম জীবনে বা t_1 সময়ে চহজ ভোগের ঋণী এলাকা। এ সময়ে ভোক্তা ঋণ করে ভোগ করে।

মধ্য জীবন : এ সময় ভোক্তা আয়, ভোগ ও সঞ্চয় করে। চিত্রে "A" Shadow এলাকা সঞ্চয় এলাকা যা থেকে ১ম জীবনের ঋণ পরিশোধ ও শেষ জীবনের ঋণ কভার করতে পারে।

শেষ জীবন : এ সময়কে অবসর সময় বলে। এ সময়ে CRY ভোক্তার ঋণী এলাকা নির্দেশ করে। শেষ জীবনের ঋণ মধ্য জীবনের সঞ্চয় থেকে পরিশোধিত হয়। এভাবে ১ম ও শেষ জীবনের ঋণ মধ্য জীবনের সঞ্চয় দ্বারা নি:শেষ হয়ে যায়। ইহাই স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন নির্দেশ করে।

Ando-Modigliani স্বল্প ও দীর্ঘকালীন ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে প্রথমে নিম্নোক্ত গাণিতিক এবং পরে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন।

ভোগ অপেক্ষক, $Ct = \alpha Vt$ ..... (1)

যেখানে, $t = 0$ এ সময়ে V_t কে সম্পদের বর্তমান মূল্য হিসেবে চিহ্নিত করেন। ইহা নিট সম্পদ At এবং সম্পত্তি নয় এমন আয়ের বর্তমান মূল্যের সমষ্টি।

$$Vt = At + Y_t^L + \sum_{t=1}^{T} \frac{Y_t^L}{(1+i)^t} \quad \text{..... (2)}$$

গড়পড়তা প্রত্যাশিত উপার্জিত আয়,

$$Y_t^e = \frac{\sum_{1}^{T} \frac{Y_t^L}{(1+i)^t}}{(T-1)}$$

বা, $$(T-1)Y_t^e = \sum_{1}^{T} \frac{Y_t^L}{(1+i)^t} \quad \text{..... (3)}$$

যেখানে Y^e_t = চলতি সময়ে অসম্পত্তি হতে প্রত্যাশিত প্রাপ্ত আয়,

Y^L_t = অসম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় যা ব্যক্তিবর্গ $t = 0$ সময় হতে t বছর পর্যন্ত প্রত্যাশা করে,

T = জীবনের বাকী বছর, i = স্থির হার।

Modigliani Y^e_t পরিমাপের জন্য দুটো বিকল্প পন্থা উল্লেখ করেন।

(i) প্রত্যাশিত গড়পড়তা অসম্পত্তি উদ্ভূত আয় শুধু একটি 'Scale Factor' ব্যতীত চলতি আয়ের সমান।

(ii) চলতি অসম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় একটি 'Scale Factor'-এর মাধ্যমে পূরণ করা হলে তা প্রত্যাশিত অসম্পত্তি জনিত আয়ের সমান হবে।

$$\left.\begin{aligned} Y^e_t &= \beta Y^L_t \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{(a)} \\ Y^e_t &= \beta_1 \left(\frac{Y^L_t}{E}\right) \cdots\cdots\cdots \text{(b)} \end{aligned}\right\} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{(4)}$$

Modigliani প্রথম সমীকরণের প্রেক্ষিতে নিম্নোক্তভাবে ভোগ সমীকরণ ব্যাখ্যা করেন।

$$V_t = A_t + Y^L_t + (T-1)\, Y^e_t$$

$$= A_t + Y^L_t + (T-1)\, \beta Y^L_t$$

$$\therefore\ V_t = A_t + \{1 + \beta\,(T-1)\}\, Y^L_t \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{(5)}$$

(5) নং সমীকরণের মান (1) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$C_t = \alpha V_t$$

$$\text{বা,}\ C_t = \alpha A_t + \alpha\,\{1 + \beta\,(T-1)\} Y^L_t \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{(6)}$$

$$C_{t+1} = \alpha\, A_{t+1} + \alpha\,\{1 + \beta\,(T-1)\}\, Y^L_{t+1} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots \text{(7)}$$

$$MPC = \frac{dC_t}{dY^L_t} = \alpha\,\{1 + \beta\,(T-1)\}$$

$$APC = \frac{\alpha A_t}{Y^L_t} + \alpha\,\{1 + \beta\,(T-1)\}$$

অর্থাৎ APC > MPC; এই সম্পর্ক দ্বারা স্বল্পমেয়াদে ভোগ অপেক্ষকের সাথে সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশ করে। এই সম্পর্কে কেইনসীয় ভোগ অপেক্ষকের সাথে মিল রয়েছে।

Ando-Modigliani স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। প্রথমে তাঁরা দেখান Cross Sectional" তথ্য হতে যাদের আয় সর্বোচ্চ তাদের মধ্যে বেশির ভাগ মধ্য বয়সী লোক হবে। এ বয়সের লোকেরা পূর্বের ভোগজনিত ঋণ পরিশোধ এবং শেষ বয়সের স্বার্থে চলতি ভোগ কম করবে। ফলে তাদের অচঙ্গ কম হবে। আবার, যেসব লোকের গড় আয় কম তাদের মধ্যে বালক, কৃষক

এবং বৃদ্ধ বয়সের লোক বেশি থাকবে। ফলে আয়ের অনুপাতে তাদের ভোগ বেশি থাকায় APC বেশি হবে। এভাবে স্বল্পমেয়াদি ভোগ অপেক্ষক দ্বারা APC-এর আচরণ ভোক্তাদের জীবন সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেখানো যায়।

Ando এবং Modigliani কিভাবে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন তা চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো :

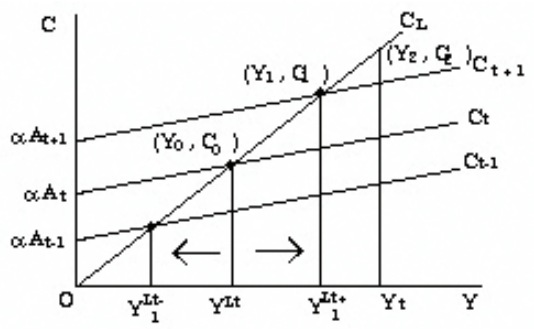

চিত্র-৮ : Ando-Modigliani স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয় সাধন

মনে করি, কোনো সময়ে সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট। এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদি ভোগ অপেক্ষক হবে C_t রেখা। এর ছেদক αA_t। এখন আয় Y_t^L যত বৃদ্ধি পাবে APC তত হ্রাস পাবে। তবে (৬) নং সমীকরণ অনুযায়ী $MPC = \alpha\,[\,(1+\beta)\,(T—1)]$ স্থির থাকবে। দীর্ঘমেয়াদে অবশ্য সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভোগ অপেক্ষক C_L রেখার মাধ্যমে উর্ধ্বমুখী হবে (যা C_{t+1} রেখা নির্দেশ করে)।

দীর্ঘমেয়াদে C_L রেখা তখন সমাজের ভোগ আচরণ নির্দেশ করবে। Modigliani এর মতে স্বল্পমেয়াদি সম্পদ শ্রমজনিত আয়ের পাশাপাশি কিছু বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু মানুষ সম্পদের এ বৃদ্ধি অস্থায়ি মনে করবে। ফলে তারা ইহা বিবেচনা করবে না। ফলস্বরূপ তাদের MPC কম থাকবে এবং MPC < APC হবে।

(ক) মডিগ্লিয়ানীর গবেষণার সময়কালিন ফলাফল : মডিগ্লিয়ানী (6) নং সমীকরণের প্রেক্ষিতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে **১৯৫৪** সাল থেকে **১৯৬৩** সাল পর্যন্ত যে গবেষণা করেন এর প্রেক্ষিতে ভোগ সমীকরণটি ছিল–

$$Ct = \cdot06\,A_t + 0\cdot7\,Y_t^L \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(8)}$$

এখানে, $\alpha = .06$ এবং $\alpha\,\{\,1 + \beta\,(T—1)\} = 0.7$

দীর্ঘমেয়াদি APC আচরণ ব্যাখ্যার জন্য মডিগ্লিয়ানী এর গবেষণার ফলাফল ছিল–

$$\frac{Ct}{Yt} = \cdot07\,\frac{Y_t^L}{Yt} + 0\cdot06\,\frac{A_t}{Yt} \qquad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(9)}$$

মডিগ্লিয়ানী যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রেক্ষিতে $\frac{Y_t^L}{Yt} = 0\cdot76$ এবং $\frac{A_t}{Yt} = 2\cdot8$ পরিমাপ করেন।

এই মান (10) নং সমীকরণে বসিয়ে

$$\frac{Ct}{Yt} = APC = 0\cdot7\,(0\cdot76) + \cdot06\,(2\cdot8) = 0\cdot70 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \text{(10)}$$

অর্থাৎ APC = 0.70 ছিল। এটা যদি নির্ধারিত হয় তবে ভোগ অপেক্ষক মূলবিন্দু থেকে সরলরেখাকৃতি হবে এবং ঢাল = 0.70 হবে। এই ঢাল সর্বোচ্চ 0.92 পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়েছে। এই ভোগ অপেক্ষক শ্রম আয় ও সম্পত্তি আয় এর সাথে সম্পর্কিত। Ando এবং Modigliani এর এই মান ছিল Simon Kuznet এর গবেষণা ১৮৭৯-১৯১৯ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে APC মানের কাছাকাছি। এজন্য Modigliani-এর গবেষণা ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয় অপেক্ষকের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টি অনেকটা বাস্তবধর্মী হিসেবে গণ্য হয়। যদি মডিগ্লিয়ানীর জীবন চক্র উপসিদ্ধান্ত APC > MPC হওয়ার জন্য কেইনসের সাথে সংগতিপূর্ণ বলে মনে হয়, তবে মডিগ্লিয়ানীর তত্ত্ব ভোগ সম্পর্কিত তত্ত্ব থেকে অনেকটা উন্নত ও বাস্তবধর্মী তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করা যায়।

(খ) এন্ডো মডিগিয়ানীর গবেষণা ফলাফলের চিত্ররূপ : ফ্রাঙ্কো মডিগ্লিয়ানী ও অ্যালবার্ট এন্ডো (Franco Modigliani and Albert Ando) ভোগ ও আয়ের সম্পর্কের ক্ষেত্রে জীবন চক্র (Life cycle Hypothesis) তত্ত্বটি উপস্থাপন করেন, তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। আমরা এক ধরনের ভোগ অপেক্ষকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে, একটি বিশেষ সময়ের ভোগ সেই সময়ের ওপর নির্ভরশীল, কিন্তু এন্ডো মডিগ্লিয়ানী তত্ত্বে দেখা যায়,

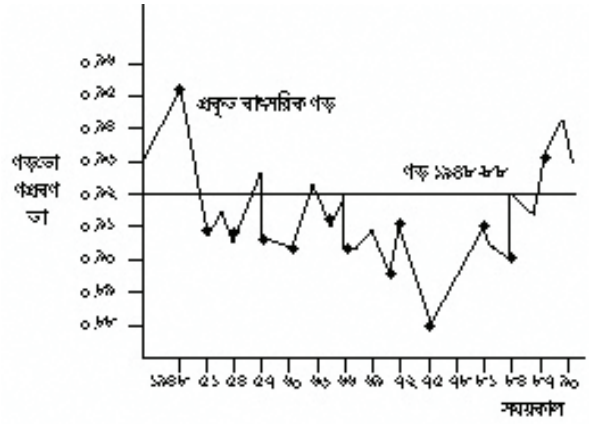

চিত্র-৯ : এন্ডো মডিগ্লিয়ানী তত্ত্বের গবেষণা ভিত্তিক ফলাফলের চিত্ররূপ

ভোগকারী একটি সুদীর্ঘ সময়ের জন্য তার ভোগ ও সঞ্চয়ের পরিকল্পনা করে থাকে এবং এক্ষেত্রে তার মূল উদ্দেশ্য হলো ঐ ব্যক্তি বিশেষের সমগ্র জীবনকালের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে তার ভোগের স্রোতধারাকে ছড়িয়ে দেয়া। এ জীবন চক্র সম্পর্কিত ভোগ তত্ত্ব (Life cycle hypothesis) সঞ্চয়ের বিষয়টিকে যেভাবে বিচার করে তা হলো–এটি এমনই একটি বিষয় যা নির্ভর করে ব্যক্তি তার বৃদ্ধ বয়সে কতটা পরিমাণ ভোগ অর্জনে ইচ্ছুক ও সেই অনুযায়ী সেরূপ ব্যবস্থা রাখতে আগ্রহী।

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, নমুনাস্বরূপ ব্যক্তিটির ক্ষেত্রে তার যে জীবনকালব্যাপী আয়ের স্রোতধারা পাওয়া যায় সেই স্রোতধারা জীবনকালের গোড়ার দিকে এবং শেষের দিকে খুবই নিু পর্যায়ে থাকে যখন ঐ ব্যক্তি উৎপাদিকা শক্তি খুব কম থাকে ও স্বাভাবিকভাবেই তার কর্মজীবনের মধ্যাহ্ন বেলায় এটা বেশ উচ্চ পর্যায়ে বর্তমান থাকতে দেখা যায়। নিচের চিত্রে এ জীবন কালব্যাপী আয়ের স্রোতধারা ণ রেখারূপে চিহ্নিত হয়েছে।

৩. ভোগ ব্যয়ের বিভিন্ন উপসিদ্ধান্তের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা

ভোগ ব্যয় সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য তা এক কথায় বলা ঠিক হবে না। এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা থাকা দরকার।

১. পরম আয় উপসিদ্ধান্তে বলা হয়েছে আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক অসমানুপাতিক। সেক্ষেত্রে ভোগ ব্যয় চলতি বা পরম আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়। ডুসেনবেরীর ভোগ অপেক্ষক চলতি আয়সহ আপেক্ষিক অয়ের উপর নির্ভরশীল। ফ্রিডম্যান এবং এন্ডো মডিগ্লিয়ানীর ভোগ অপেক্ষক আয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদের উপরও নির্ভরশীল। ভোগের উপর সম্পদ যে প্রভাব বিস্তার করে, তা জানা যায় স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্ত ও জীবন চক্র উপসিদ্ধান্ত থেকে।

২. ডুসেনবেরীর তত্ত্বে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। ডুসেনবেরীর মতে ব্যক্তির ভোগ প্রবণতা পরম আয়ের দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে আপেক্ষিক আয় দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। সমাজে বসবাসকারী অন্যান্য ব্যক্তির আয় স্তর কিরূপ, তার দ্বারা নির্ধারিত হয় সেই নিদিষ্ট ব্যক্তির ভোগ প্রবণতা। এছাড়াও অতীতের ভোগ অভ্যাস স্বল্পকালের ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। ডুসেনবেরীর মতে স্বল্পকালে আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে অসমানুপাতিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু দীর্ঘকালে তাদের মধ্যে সম্পর্ক আনুপাতিক।

৩. ফ্রিডম্যানের স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্তে স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয় দীর্ঘকালে আনুপাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। কিন্তু স্বল্পকালে অস্থায়ি আয়ের কারণে পরিমাপকৃত আয় ও পরিমাপকৃত ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সুশৃংখল সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু দীর্ঘকালে ব্যক্তির ভোগ ব্যয় নির্ধারিত হয় স্থায়ি আয় দ্বারা। তখন আয় ও ভোগ ব্যয়ের সম্পর্ক নির্দিষ্ট অনুপাতের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

৪. এন্ডো মডিগ্লিয়ানীর জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তে ভোগ ব্যক্তির সারাজীবনের সঙ্গে জড়িত। জীবনের প্রথম দিকে ব্যক্তির আয় কম অথচ ভোগ ব্যয় বেশি। তাই দেখা দেয় ঋণী অঞ্চল। মধ্যবয়সে ভোগের তুলনায় আয় বেশি ফলে সঞ্চয় সৃষ্টি হয়। শেষ বয়সে আয় দ্রুত কমে। কিন্তু ভোগ ব্যয় তুলনামূলকভাবে ততটা কমে না। ফলে দেখা দেয় অসঞ্চয় বা ঋণী অঞ্চল। এন্ডো-মডিগ্লিয়ানীর মতে ব্যক্তির মধ্যবয়সে আয় যখন বাড়ে, তখন পূর্বের ঋণ পরিশোধের জন্য এবং ভবিষ্যৎ স্বাচ্ছন্দের জন্য আয়ের অংশবিশেষ ব্যয় হয়ে যায়। তখন ভোগ ব্যয় স্বাভাবিকভাবেই কমে। ফলে অচঙ্গ কমে। কিন্তু সারাজীবন বিবেচনা করলে দেখা যায় সঞ্চয় ও অসঞ্চয়ের (ঋণী এলাকা) সমন্বয় সাধনের দ্বারা এমন একটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায় যেখানে APC স্থির থাকে এবং APC = MPC হয়।

৫. তিনটি উপসিদ্ধান্ত থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট–স্বল্পকালে অচঙ্গ ওঠানামা করতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে APC মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। অর্থাৎ স্বল্পকালে ভোগ ব্যয় ও আয়ের মধ্যে সম্পর্কটি স্থিতিশীল না হয়ে অস্থিতিশীল প্রতীয়মান হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে তাদের সম্পর্ক স্থিতিশীল।

কোন্ উপসিদ্ধান্তটি অধিক উন্নত : ভোগ সম্পর্কিত প্রতিটি তত্ত্বেরই কমবেশি বাস্তব গবেষণা হয়েছে। তুলনা-মূলকভাবে শেষের তত্ত্বগুলো বেশি বিশ্লেষণ ও গবেষণা হয়েছে। কেইনস-এর ভোগ অপেক্ষকে আয় ও ভোগ ব্যয়ে সম্পর্ককে অসমানুপাতিক বলা হয়েছে এবং দীর্ঘকালে তাঁর বক্তব্য প্রযোজ্য হয় না। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভোগ অপেক্ষকের মধ্যে কমবেশি সমন্বয় প্রয়াস কেইনস ছাড়া বাকী তিনটি উপসিদ্ধান্ত থেকে লক্ষ্য করা যায়। তিনটি তত্ত্বের বক্তব্য গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে প্রদত্ত হলেও উপসিদ্ধান্তগুলোর বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফ্রিডম্যানের তত্ত্বে অস্থায়ি আয় ও অস্থায়ি ভোগ

ব্যয়ের সহসম্পর্ক (Co relation) নেই বলে যে বক্তব্য রাখা হয়, গবেষণার ভিত্তিতে তার যথার্থতা প্রমাণিত হয় নি। জীবনচক্র উপসিদ্ধান্তে অনাবশ্যকভাবে শ্রম আয়ের উপর অতিরিক্ত প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তবে জীবনের পর্যায় ভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে ভোগ প্রকৃতি নির্ধারণের পদ্ধতিটি অধিকতর বাস্তবসম্মত সর্বজনস্বীকৃত। সব উপসিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কেইনস এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছে। ডুসেনবেরী, ফ্রিডম্যান কিছুটা সমর্থক ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে। মডিগিয়ানী এ বিষয়ে সফল হয়েছেন। এজন্য তিনি ১৯৮৫ সালে এ তত্ত্বের উপর নবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। শেষান্তের বক্তব্য হচ্ছে বিশ্লেষণ পদ্ধতির দিক থেকে জীবনচক্র উপসিদ্ধান্ত অধিক বাস্তবসম্মত ও উন্নত।

৪. উপসংহার

ভোগ তত্ত্বের উপর অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তত্ত্বসমূহ এবং তত্ত্ব প্রণেতাগণকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সমৃদ্ধ ও প্রশংসিত হয়েছেন। আলোচনা ও সময় মেয়াদে অর্থমিতিক বিশ্লেষণ দ্বারা তত্ত্বের বিষয়বস্তু স্থায়িত্ব লাভ করেছে। উপসংহারে বলা যায়, কেইনসের পরম আয় উপসিদ্ধান্তের বক্তব্য থেকে ডুসেনবেরীর আপেক্ষিক আয় উপসিদ্ধান্ত যেমন উন্নত মানের ব্যাখ্যা হয়েছে, তেমনই তা থেকে মিল্টন ফ্রিডম্যানের স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্ত আরও এক ধাপ উন্নত হয়েছে। তা স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। স্থায়ি আয় ও স্থায়ি ভোগ ব্যয় দীর্ঘকালে একটি আনুপাতিক সম্পর্ক আছে তা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। এ কারণে পূর্বের আপেক্ষিক আয় তত্ত্বের চেয়ে মিল্টন ফ্রিডম্যান এর স্থায়ি আয় উপসিদ্ধান্তটি একটু বেশি কৃতিত্বের দাবিদার। সবচেয়ে উন্নত মানের বক্তব্য দিতে সক্ষম হয়েছেন এন্ডো মডিগ্লিয়ানী। তিনি জীবন চক্র উপসিদ্ধান্তে ব্যক্তির সারাজীবনের আয় ও ভোগ ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। আয় ও ভোগ ব্যয়ের জীবন ধারা সম্পর্কিত বক্তব্যের উপর ১৯৮৫ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পরস্কারে ভূষিত হয়েছে। এ থেকে মডিগ্লিয়ানী আরও বেশি বিশ্ববাসীর কাছে তার ভোগ তত্ত্ব বিষয়ে সমাদৃত হয়েছেন। অর্থমিতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কালিন সারির প্রেক্ষিতে ভোগ ও আয়ের মধ্যে কার্যকর সম্পর্ক (causal relationship) রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Ackley, Gardner , Macroeconomic Theory, 1961, Chapter X.

Blinder, A.S; Distribution Effects and the Agregate Consumption Function, Journal of Political Economy, June 1971.

Branson, William H; Macroeconomic Theory and Policy, Second edition, Princeton University, Harper and Row, N.Y.

Dornbusch, R. and Fischer, S; Macroeconomic, McGrow, International Edin. 1990.

Duesenberry, J. S; Income, Saving and Theory of Consumer Behavior, Cambridge : Harverd University Press, 1949.

Evans, Michael K., Macroeconomic Activity, 1969, Chapter 2.

Friedman, Milton; A Theory of the Consumption Function, Princeton, N. J : Prince University Press, 1957, Chapter 1, 3, 6, 9.

Ghosh, Sujit Kumar; Macroeconomic Theory, West Bangle State Book Board India, 1997.

Hansen, A. H., A Guide to Keynes, Chapter 2.

Keiser, Norman F., Macroeconomics, 1971, Chapters 6 and 7.

Keynes, J. M., The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936, Chapters 8 and 9.

Modigliani Ando. A. and F.; 'The Life Cycle Hypothesis of Savings : Aggregate Implication and Tests", American Economic Review, March 1963.

Shapiro, Edward; Macroeconomic Analysis, Fifth Edition, 1982, Chapter 15.

সিকদার, মো: জহিরুল ইসলাম, সামষ্টিক অর্থনীতি, (2nd part) ২০১৪; কনফিডেন্স প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।